১/৩০২। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা ﷺ সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ ক'রে সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস ﷺ বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। *(আলে ইমরান ৯২আয়াত)* তখন আবূ তালহা ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ ক'রে বলেছেন, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আবূ তালহা ﷺ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন ক'রে দিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩৮

পরিবার-পরিজন, স্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন সন্তান-সন্ততি ও আপন সমস্ত অধীনস্থদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেওয়া, তাঁর অবাধ্যতা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা, তাদেরকে আদব শেখানো এবং শরয়ী নিষিদ্ধ জিনিষ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা ওয়াজেব।

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } [طه : ١٣٢]

অর্থাৎ, তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। *(সূরা ত্বাহা ১৩২আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } [التحريم : ٦]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَخْ كَخْ إِرْمِ بِهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ !؟)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفِي رِوَايَةٍ : ((أَنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/৩০৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, হাসান বিন আলী ﷺ সাদকার একটি খুরমা নিয়ে তাঁর মুখে রাখলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ছিঃ ছিঃ ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকাহ খাই না? *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, আমাদের জন্য সাদকাহ হালাল নয়।

وَعَن أَبِي حَفصٍ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الأَسَدِ رَبِيبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ غُلَاماً فِي حجرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/৩০৪। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৎ ছেলে আবূ হাফ্স উমার ইবনে আবী সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমি ছোট হিসাবে নবী ﷺ-এর কোলে ছিলাম। খাবার (সময়) বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাও।" তারপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৩০৫। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المضَاجِعِ)).

حديث حسن رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৪/৩০৬। আম্র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আম্রের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بن مَعبَدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الـصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ)). حديث حسن رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) . ولفظ أَبي داود : ((مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ)).

৫/৩০৭। আবূ সুরাইয়াহ সাবরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে তার জন্য তাকে মার। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

আবূ দাউদের শব্দে ঃ শিশু সাত বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে তোমরা নামাযের আদেশ দাও।

পরিচ্ছেদ - ৩৯

প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَـامَى وَالْمَـسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ وَعَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/৩০৮। ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্রাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে দেবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً ، فَأَكثِرْ مَاءهَـا ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ)). رواه مسلم

وفي رواية لَهُ عن أَبي ذر ، قَالَ : إنّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي : ((إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءها ، ثُـمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ)).

২/৩০৯। আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ যার্র! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী ﷺ) অসিয়ত ক'রে বলেছেন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যে, যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((واللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ !)) قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الَّذِي لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ !)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : ((لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) .

৩/৩১০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩১১। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর হোক না কেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ)) ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ! وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৩১২। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ ﷺ বললেন, কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাতে দেখছি! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এ (সুন্নাহ)কে তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ এ কথা বলতে থাকব)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৩১৩। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ)). رواه مسلم بهذا اللفظ ، وروى البخاري بعضه.

৭/৩১৪। আবূ শুরায়হ খুযায়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে। *(মুসলিম, কিছু শব্দ বুখারীর)*

وَعَن عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي جارَيْنِ ، فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ : ((إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنكِ بَاباً)). رواه البخاري

৮/৩১৫। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। (যদি দু'জনকেই দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) আমি তাদের মধ্যে কার নিকট হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাব? তিনি বললেন, যার দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী তার কাছে (পাঠাও)। (বুখারী)

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ)). رواه الترمذي ، وَقَالَ : ((حديث حسن))

৯/৩১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম। (তিরমিযী-হাসান)

পরিচ্ছেদ - ৪০

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তা অক্ষুন্ন রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ } [النساء : ١]

অর্থাৎ, সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ } [الرعد : ٢١]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে। *(সূরা রা'দ ২১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } [العنكبوت : ٨]

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। *(সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } [الإسراء : ٢٣ - ٢٤]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ } [لقمان : ١٤]

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। *(সূরা লুকমান ১৪ আয়াত)*

وَعَن أَبِي عَبد الرَّحمَان عَبد الله بن مَسعُود ﷺ ، قَالَ : سَأَلتُ النَّبِيَّ ﷺ : أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إِلَى الله تَعَالَى ؟ قَالَ : ((الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) ، قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : ((برُّ الوَالِدَيْنِ)) ، قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : ((الجِهَادُ في سبيلِ الله)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/৩১৭। আবূ আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথা সময়ে নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, **পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।** আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহ পথে জিহাদ করা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلاَّ أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً ، فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتِقَهُ)) رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২/৩১৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন সন্তান (তার) পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দেয়। (তাহলে তা পরিশোধ হতে পারে।) *(মুসলিম)*

وَعَنهُ أَيضاً ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/৩১৯। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَت الرَّحِمُ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِذ بِكَ مِنَ القَطِيعة ، قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكِ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } [محمد : ٢٢ - ٢٣] مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية للبخاري : فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ((مَنْ وَصَلَكِ ، وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ ، قَطَعْتُهُ)) .

৪/৩২০। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, অবশ্যই। আল্লাহ বললেন, তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা চাইলে (এ আয়াতটি) পড়ে নাও; "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অন্য বর্ণনায় ভিন্ন শব্দ বর্ণিত হয়েছে।*

وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ)) قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ)) ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ))، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((أَبُوكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : ((أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ)) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/৩২১। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, **তোমার মা।** সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার বাপ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহর রসূল! সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী।

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((رَغِمَ أَنفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَويهِ عِنْـدَ الكِبَرِ ، أَحَدهُما أَوْ كِليهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ)). رواه مسلم

৬/৩২২। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; একজনকে অথবা দু'জনকেই। অতঃপর সে (তাদের খিদমত করে) জান্নাত যেতে পারল না। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنّ لِي قَرَابةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُـونِي ، وَأُحْـسِنُ إِلَـيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُـسِفُّهُمُ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ)). رواه مسلم

৭/৩২৩। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَن أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسأَ لَـهُ فِـي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/৩২৪। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে তার রুযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَـبُّ أَمْوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء ، وَكَانتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَـا طَيِّب . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَـامَ أَبُـو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله تَعَالَى ، أَرْجُو بِرَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بَخ ! ذلكَ مَـالٌ رَابِحٌ ، ذلكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ)) ، فَقَالَ أَبُـو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৯/৩২৫। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা ﷺ সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ ক'রে সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস ﷺ বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। *(আলে ইমরান ৯২আয়াত)* তখন আবূ তালহা ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ ক'রে বলেছেন, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনেছি। আমি মনে করি, **তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও।** আবূ তালহা ﷺ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَقبلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى . قَالَ : ((فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِـدَيْكَ أَحَـدٌ حَيٌّ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، بَلْ كِلاهُمَا . قَالَ : ((فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَـالَ : ((فارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وهذا لَفْظُ مسلم .

وفي رواية لَهُمَا : جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ ، فقَالَ : ((أَحَيٌّ وَالِداكَ ؟)) قَـالَ : نَعَـمْ ، قَالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)) .

১০/৩২৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জিহাদের বায়আত করছি। নবী ﷺ বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে। রসূল ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পেতে চাও? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর। *(বুখারী, আর শব্দগুলি মুসলিমের)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, অতএব তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।

وَعَنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُـهُ وَصَلَهَا)). رواه البخاري

১১/৩২৭। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে। *(বুখারী)*

وَعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي ، وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي ، قَطَعَهُ اللهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১২/৩২৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে, যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أُمِّ الْمُؤمِنِينَ مَيمُونَةَ بِنتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَستَأذِنِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيه، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي أَعتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَـالَ: ((أَوَ فَعَلْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((أما إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৩/৩২৯। উম্মুল মু'মেনীন মায়মূনাহ বিন্তুল হা-রিস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি তাঁর একটি ক্রীতদাসীকে নবী ﷺ-এর অনুমতি না নিয়েই মুক্ত করলেন। অতঃপর যখন ঐ দিন এসে পৌঁছল যেদিন তাঁর কাছে নবী ﷺ-এর যাওয়ার পালা, তখন মায়মূনাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যে আমার ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন? তিনি বললেন, তুমি কি (সত্যই) এ কাজ করেছ? মায়মূনা বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি যদি ক্রীতদাসীটিকে তোমার মামাদেরকে দিতে, তাহলে তুমি বেশী সওয়াব পেতে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أسماءَ بنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُـشرِكَةٌ فِي عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَـةٌ ، أَفَأَصِـلُ أُمِّي ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৪/৩৩০। আসমা বিন্তে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এল। আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম; বললাম, আমার মা (ইসলাম) অপছন্দ করা অবস্থায় (আমার সম্পদের লোভ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রেখে) আমার নিকট এসেছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّة امرَأَة عَبد الله بن مَسعُود رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَعَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) ، قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبد الله بن مَسعُود ، فَقُلتُ لَهُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَات اليَد ، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بالصَّدَقَة فَأْتِه ، فَاسأَلهُ ، فإِنْ كَانَ ذلكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . فَقَالَ عَبدُ الله : بَلِ ائْتِيه أنت ، فانْطَلَقتُ ، فَإِذَا امْرأَةٌ مِنَ الأَنْصارِ بِبَاب رسول الله ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُها ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيه المَهَابَـةُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : ائْتِ رَسُولَ الله ﷺ ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالبَاب تَسألانكَ : أُتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِما ؟ ، وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ، فَدَخلَ بِـلاَلٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ هُمَا ؟)) قَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْـصَارِ وَزَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ ؟)) ، قَالَ : امْرَأَةُ عَبد الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ القَرَابَة وَأَجْرُ الصَّدَقَة)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৫/৩৩১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মহিলাগণ! তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব? ইবনে মাসঊদ ﷺ বললেন, বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এস। সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তাঁর দরজায় আরোও একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ভাবগম্ভীরতা দান করা হয়েছিল। (তাঁকে সকলেই ভয় করত।) ইতিমধ্যে বিলাল ﷺ-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলুন, দরজার কাছে দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর আমরা কে, সে কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা কে? বিলাল ﷺ বললেন, এক আনসারী মহিলা ও যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব? বিলাল ﷺ উত্তর দিলেন, আব্দুল্লাহর স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং সাদকাহ করার সওয়াব। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي سُفيَانَ صَخرِ بنِ حَربٍ ﷺ فِي حَدِيثِه الطويل فِي قِصَّة هِرَقْلَ: أَنَّ هِرَقْـلَ قَـالَ لأَبِـي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سُفْيَانَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ يَعْنِي النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُ: ((اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، واتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ ، وَالصِّدْقِ ، والعَفَافِ ، والصِّلَةِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/৩৩২। আবূ সুফয়ান স্বাখর ইবনে হার্ব ﷺ থেকে (রোম-সম্রাট) হিরাক্লের ঘটনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, হিরাক্ল আবূ সুফিয়ানকে বললেন, তিনি (নবী ﷺ) তোমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? আবূ সুফয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ কর। আর তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার, সত্যবাদিতার, চারিত্রিক পবিত্রতার এবং আত্মীয়তা বজায় রাখার আদেশ দেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ)) .

وفي رِوَايَةٍ : ((سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا القِيراطُ ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً ؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً)) وفي رواية : ((فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا ، فَأَحسِنُوا إِلَى أَهلِهَا ؛ فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِماً))، أَوْ قَالَ : ((ذِمَّةً وصِهْراً)). رواه مسلم

১৭/৩৩৩। আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা অদূর ভবিষ্যতে এমন এক এলাকা জয় করবে যেখানে ক্বীরাত্ব (এক দীনারের ২০ ভাগের একভাগ স্বর্ণমুদ্রা) উল্লেখ করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা অচিরে মিশর জয় করবে এবং এটা এমন ভূখন্ড যেখানে কীরাত্ব (শব্দ) সচরাচর বলা হয়। (সেখানে ঐ মুদ্রা প্রচলিত।) তোমরা তার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং যখন তোমরা তা জয় করবে তখন তার অধিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে। অথবা বললেন, দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। *(মুসলিম)*

* উলামাগণ বলেন, তাদের সাথে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা এভাবে যে, ইসমাঈল ﷺ-এর মা হাজার (বা হাজেরা) তাদেরই বংশের ছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে যে, রসূল ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীমের মা মারিয়াহ তাদের বংশের ছিলেন।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } [الشعراء : ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشاً ، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ ، وَقَالَ : ((يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، يا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ، أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مُرَّةَ بن كَعْبٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي هَاشِم ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّار ، يَا بَنِي عَبدِ الْمُطَّلِب ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّار ، يَا فَاطِمَةُ ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ . فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا)). رواه مسلم

১৮/৩৩৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যার অর্থ হল, "তুমি তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।" *(সূরা শুআরা ২১৪ আয়াত)* তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়েশ (সম্প্রদায়)কে আহবান করলেন। সুতরাং তারা একত্রিত হল। অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, হে বানী আব্দে শাম্স! হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী মুর্রাহ ইবনে কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। **তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব।** (পরকালে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না।) *(মুসলিম)*

* উক্ত হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে আগুনের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যা পানি দিয়ে নিভাতে হয়। তাই আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখাকে তা আর্দ্র বা ভিজে রাখা বলা হয়েছে।

وَعَن أَبي عَبد الله عَمرو بن العَاص رَضيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ جِهَاراً غَيْرَ سِرٍّ ، يَقُولُ : ((إنَّ آل بَني فُلاَن لَيْسُوا بأوليَائي ، إنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمنينَ ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أُبُلُّهَا ببلاَلِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه ، واللفظ للبخاري

১৯/৩৩৫। আবূ আব্দুল্লাহ আম্র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোপনে নয় প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অমুক গোত্রের লোকেরা (যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি তারা) আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু তো আল্লাহ এবং নেক মু'মিনগণ। কিন্তু ওদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, **আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই তা আর্দ্র রাখব।** *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দ বুখারীর)*

وَعَن أَبي أَيُّوب خَالد بن زَيد الأَنصَاري ﷺ : أنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أخْبِرْني بعَمَلٍ يُدْخلُني الجَنَّةَ ، وَيُبَاعدُني منَ النَّار . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((تَعْبُدُ الله ، وَلاَ تُشْرِكُ به شَيئاً ، وَتُقيمُ الصَّلاةَ ، وتُؤتي الزَّكَاةَ ، وتَصلُ الرَّحمَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২০/৩৩৬। আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَلمَانَ بن عَامرٍ ﷺ ، عَن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : .... ((الصَّدَقَةُ عَلَى المسكين صَدَقَةٌ ، وعَلَى ذي الرَّحم ثِنْتَان : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

২১/৩৩৭। সালমান ইবনে আমের ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, --- মিসকীনকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সাদকাহ করলে সাদকাহ (করার সওয়াব) হয়। আর আত্মীয়কে সাদকাহ করলে দু'টি সওয়াব হয় ঃ সাদকাহ করার ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার। *(তিরমিযী, উল্লেখ্য যে, হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ নয় বলে উল্লেখ করা হয়নি।)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : ((طَلِّقْهَا)). رواه أَبو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

২২/৩৩৮। ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু (আমার পিতা) উমার তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন, তুমি ওকে ত্বালাক দাও। আমি (তা) অস্বীকার করলাম। অতঃপর উমার ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং এ কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ (আমাকে) বললেন, তুমি ওকে ত্বালাক দিয়ে দাও। (সুতরাং আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলাম।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)*

* (উমার ﷺ ঐ মহিলার চরিত্রে এমন কিছু দেখেছিলেন যার জন্য তাঁর কথা মেনে ত্বালাক দেওয়া জরুরী ছিল। অনুরূপ কারো পিতা দেখলে বা জানতে পারলে তাঁর কথা মেনে পুত্রের উচিত স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়া। নচেৎ পিতামাতার কথা শুনে ভালো স্ত্রীকে অকারণে ত্বালাক দেওয়া পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় নয়।)

وَعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، قَالَ : إِنَّ لِي امرَأَةً وإِنَّ أُمِّي تَأمُرُنِي بِطَلاقِهَا، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ ، فَأَضِعْ ذلِكَ البَابَ ، أَو احْفَظْهُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

২৩/৩৩৯। আবূ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে ত্বালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতঃপর আবূ দার্দা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

২৪/৩৪০। বারা ইবনে আযেব ﷺ কৃর্তক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, খালা মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। *(তিরমিযী)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে গুহাবন্দী তিন ব্যক্তির (১৩নং) হাদীস, জুরাইজের (২৬৪নং) লম্বা হাদীস এবং আরো অন্যান্য সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম না। তার মধ্যে আমর বিন আবাসাহর (৪৪৩নং) হাদীসটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ইসলামের অনেকানেক মৌলনীতি ও শিষ্টাচারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেটিকে পূর্ণরূপে 'আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব -ইনশাআল্লাহ। যে হাদীসে সাহাবী ﷺ বলেন, আমি নবুঅতের শুরুর দিকে মক্কায় নবী ﷺ-এর নিকটে এলাম এবং বললাম, আপনি কি? তিনি বললেন, আমি নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আমি বললাম, কি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুন্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।--- (অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।)

পরিচ্ছেদ - ৪১

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } [محمد : ٢٢-٢٣]

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } [الرعد : ٢٥]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস। *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } [الإسراء : ٢٣-٢٤]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي بَكرَةَ نُفَيعِ بنِ الحَارِثِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ألا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟)) – ثلاثاً – قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول اللهِ، قَالَ: ((الإشْرَاكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِـدَيْنِ))، وكـان مُتَّكِئـاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ((ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩৪১। আবূ বাকরাহ নুফাই ইবনে হারেষ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরাহ গোনাহগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না? সবাই বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, (সেগুলো হচ্ছে) "আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং **পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া**।" তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "শুনে রাখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম আর যদি তিনি না বলতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((الكَبَائِرُ : الإشْرَاكُ باللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ)). رواه البخاري

২/৩৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কাবীরাহ গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া। *(বুখারী)*

وَعَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: ((مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيهِ !))، قَالُوا : يَا رَسُـولَ اللهِ ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟! قَالَ : ((نَعَمْ ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أَبَاه ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رِوَايَةٍ : ((إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ !)) ، قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْـفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ ؟! قَالَ: ((يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أَباهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)) .

৩/৩৪৩। উক্ত সাহাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কি কোন ব্যক্তি গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে গালি-গালাজ করে তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ করে থাকে। এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে গালি দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ করে? তিনি বললেন, সে অপরের পিতাকে গালি-গালাজ করে তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ করে থাকে। আর সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মা-কে গালি দেয়।

وَعَن أَبي مُحَمَّدٍ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ)). قَالَ سُفيَانُ فِي رِوَايَتِهِ : يَعْنِي : قَاطِعُ رَحِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/৩৪৪। আবূ মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে মুত্বইম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" সুফিয়ান তাঁর বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عِيسَى الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعاً وَهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإضَاعَةَ المَالِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/৩৪৫। আবূ ঈসা মুগীরা বিন শু'বাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫নং ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৪২

পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়র বন্ধু, স্ত্রীর সখী এবং যাদের সম্মান করা কর্তব্য তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার বিবরণ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ أَبَرَّ البِرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبيه)) .

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَجُلاً مِنَ الأعْرَابِ لَقِيَهُ بطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأسِهِ ، قَالَ ابنُ دِينَار : فَقُلْنَا لَهُ : أصْلَحَكَ اللهُ ، إنَّهُمُ الأعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بالْيَسِير ، فَقَالَ عبد الله بن عمر : إن أَبَا هَذَا كَانَ وُدّاً لِعُمَرَ بنِ الخطاب ﷺ ، وإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ أبرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أهْلَ وُدِّ أبيه)) .

وفي رِوايَةٍ عَنِ ابنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ : أنَّهُ كَانَ إذَا خَرَجَ إلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيهِ إذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلة ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأسَهُ ، فَبَيْنَا هُوَ يَوماً عَلَى ذلكَ الحِمَارِ إذْ مَرَّ بِهِ أعْرابِيٌّ، فَقَالَ : أَلَسْتَ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ؟ قَالَ : بَلَى . فَأعْطَاهُ الحِمَارَ ، فَقَالَ : ارْكَبْ هَذَا ، وَأعْطَاهُ العِمَامَةَ وَقَالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأسَكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعضُ أصْحَابِهِ : غَفَرَ اللهُ لَكَ أعْطَيْتَ هَذَا الأعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيهِ ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأسَكَ ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ مِنْ أبَرِّ البِرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أهْلَ وُدِّ أبيه بَعْدَ أنْ يُولِّيَ)). وَإنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ ﷺ .

رَوَى هذه الروايات كُلَّهَا مسلم

১/৩৪৬। ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যার সাথে পিতার মৈত্রী সম্পর্ক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ছিল তা অক্ষুন্ন রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আব্দুল্লাহ ﷺ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন মক্কার পথে তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার উপর সওয়ার ছিলেন তার উপর চাপিয়ে নিলেন আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো স্বল্পেই তুষ্ট হয় (ফলে এর সাথে এত কিছু করার কি প্রয়োজন)? আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বললেন, এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, **"পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী।"**

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে দীনারের সূত্রে ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, ইবনে উমারের মক্কা যাওয়ার সময় তার সাথে একটি গাধা থাকত। তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে পড়তেন তখন (এক ঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য) ঐ গাধার উপর চেপে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলল, অবশ্যই! অতঃপর তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, এর উপর আরোহন কর এবং তাকে পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, এটি তোমার মাথায় বাঁধ। (এ দেখে) তাঁকে তাঁর কিছু সাথী-সঙ্গী বলল, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই বেদুঈনকে ঐ গাধাটি দিয়ে দিলেন যার উপর চড়ে আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে ঐ পাগড়ীটিও দিলেন যেটি আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।" আর এর পিতা উমার ﷺ-এর বন্ধু ছিলেন।

এ সমস্তগুলি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম)*

২/৩৪৭। (এখানে হাদীসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়নি।)

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، وَمَا رَأيْتُهَا قَطُّ ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُمَّ يقَطِّعُهَا أعْضَاء ، ثُمَّ يَبْعثُهَا في صَدَائِقِ خَدِيجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأنْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا إلاَّ خَدِيجَةَ ! فَيَقُولُ: ((إنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية : وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاءَ ، فَيُهْدِي في خَلاَئِلهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ .

وفي رواية:كَانَ إذَا ذبح الشاة، يقولُ : ((أرْسِلُوا بهَا إلَى أصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ)) .

وفي رواية : قَالَت : اسْتَأذَنتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَرَفَ اسْتِئذَانَ خَدِيجَةَ ، فَارتَاحَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد)) .

قولُهَا : ((فَارتَاحَ)) هُوَ بالحاء ، وفي الجمعِ بَيْنَ الصحيحين للحُميدي: ((فَارتَاعَ)) بالعين ومعناه : اهتَمَّ به .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৩৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী ﷺ-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু নবী ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।

আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই। তখন তিনি (তাঁর প্রশংসা ক'রে) বলতেন, সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে মাংস পাঠাতেন যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন তখন বলতেন, খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।

অন্য এক বর্ণনায় আছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! হালা বিনতে খুআইলিদ?

এ বর্ণনায় فَارتَـاحَ (আনন্দবোধ করলেন) শব্দ এসেছে। আর হুমাইদীর 'আল-জামউ বাইনাস স্বাহীহাইন'-এ এসেছে فَارتَاعَ শব্দ। অর্থাৎ, তার প্রতি যত্ন নিলেন ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : خَرَجتُ مَعَ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيّ ﷺ فِي سَـفَرٍ ، فَكَـانَ يَخْدُمُنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَل ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيئاً آلَيْـتُ عَلَى نَفسِي أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩৪৯। আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, একদা আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ-এর সাথে সফরে বের হলাম। (আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও) তিনি আমার খিদমত করতেন। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, আপনি এমন করবেন না। তিনি বললেন, আমি আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (অনেক) কিছু করতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই সঙ্গী হব, তাঁর খিদমত করব। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৪৩

রসূল ﷺ -এর বংশধরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً } [الأحزاب : ٣٣]

অর্থাৎ, হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

وَعَن يَزِيدَ بنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَة ، وَعَمْرُو ابنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أرقَمَ ﷺ، فَلَمَّا جَلسْنَا إِلَيْه قَالَ لَهُ حُصَيْن : لَقَدْ لقيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثِيراً ، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَسَمِعتَ حَدِيثَهُ ، وغَزوْتَ مَعَهُ ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ : لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثِيراً ، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ أخِي ، وَاللهِ لقد كَبِرَتْ سِنِّي ، وَقَدُمَ عَهدِي ، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذي كُنْتُ أعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ ، فَاقْبَلُوا ، وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيه . ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّاً بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَة ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْه ، وَوعظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : ((أمَّا بَعدُ ، ألاَ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّمَا أنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أنْ يَأتِي رَسُولُ ربِّي فَأُجِيبَ ، وَأنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَيْنِ : أوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ ، فِيه الهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِه)) ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَرَغَّبَ فِيه ، ثُمَّ قَالَ : ((وَأهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أهلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي)) فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ أهْلُ بَيتِه يَا زَيْدُ ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهْلِ بَيْتِه ؟ قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أهْلِ بَيتِه ، وَلكِنْ أهْلُ بَيتِه مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ ، قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعفَرَ وآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ : كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. رواه مسلم ، وفي رواية : ((ألاَ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أحَدُهُما كِتَابُ اللهِ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَة)) .

১/৩৫০। ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান বলেন, আমি, হুস্বাইন ইবনে সাবরাহ ও আম্র ইবনে মুসলিম যায়দ ইবনে আরক্বামের নিকট গেলাম ﷺ। যখন আমরা তাঁর পাশে বসলাম তখন হুস্বাইন তাঁকে বললেন, হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন; আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন কথা শুনান যা আপনি (স্বয়ং) তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আল্লাহর কসম! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (নবী ﷺ-এর সাথে) আমার যে যুগটা কেটেছে তাও যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে। (ফলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কথা আমার স্মরণে ছিল, তার কিছু ভুলে গেছি। সুতরাং আমি যা বলব, তা গ্রহণ কর এবং যা বর্ণনা করব না তার জন্য আমাকে বাধ্য করো না। অতঃপর তিনি বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে মক্কা ও মদীনার মধ্যে 'খুম' নামক ঝর্ণার নিকটে খুতবাহ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ওয়ায করলেন ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, আম্মা বা'দ। হে লোকেরা! শোনো, আমি একজন মানুষ মাত্র, শীঘ্রই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত করে ধারণ কর। সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর (আমল করার প্রতি) উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর বললেন, (দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে,) আমার পরিবার; আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি। তারপর হুস্বাইন তাঁকে বললেন, রসূল ﷺএর পরিবার কারা? হে যায়দ! তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর পরিবারভুক্ত নন? তিনি (যায়দ) বললেন, (নিঃসন্দেহে) স্ত্রীরা তাঁর পরিবারভুক্ত। কিন্তু তাঁর পরিবার (বলতে) তাঁরা, যাঁদের উপর তাঁর (মৃত্যুর) পর সাদকাহ হারাম করা হয়েছে। হুস্বাইন জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কারা? যায়দ জবাব দিলেন, তাঁরা হচ্ছেন আলীর পরিবার, আক্বীলের পরিবার, জা'ফরের পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার। হুস্বাইন বললেন, এদের সকলের প্রতি সাদকাহ হারাম করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, শোনো, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কিতাব; আর তা আল্লাহর রশি। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে তা পরিহার করবে সে ভ্রষ্টতার উপর থাকবে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَن أَبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ - مَوقُوفاً عَلَيهِ - أَنَّهُ قَـالَ : ارْقُبُـوا مُحَمداً ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِه . رواه البخاري

২/৩৫১। ইবনে উমার ﷺ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর। *(বুখারী)* ** (অর্থাৎ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে।)*

পরিচ্ছেদ - ৪৪

উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া, তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ } [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

وَعَن أَبي مَسعُودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو البَدرِي الأَنصَارِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((يَـؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِراءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَـانُوا فِي الـسُّنَّةِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً ، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِه ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِه عَلَى تَكْرِمَتِه إِلاَّ بِإِذْنِه)). رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً)) بَدَلَ ((سِنّاً)) : أَيْ إِسْلاماً .

وفي رواية : ((يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءةً ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَواء ، فَلْيَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً)) .

১/৩৫২। আবূ মাসঊদ উক্ববাহ ইবনে আম্র বাদরী আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় 'বয়োজ্যেষ্ঠ'র পরিবর্তে 'সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী' শব্দ রয়েছে।

আর এক বর্ণনায় আছে, জামাআতের ইমামতি করবে যে তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্বিরাআত বেশী ভালো, অতঃপর ক্বিরাআতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়।

وَعَنهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ ، وَيَقُولُ : ((اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). رواه مسلم

২/৩৫৩। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামায শুরু করার সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার পশ্চাতে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) ثَلاثاً ((وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ)). رواه مسلم

৩/৩৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। অতঃপর যারা (উভয় ব্যাপারে) তাদের নিকটবর্তী। এরূপ তিনি তিন বার বললেন। (অতঃপর তিনি বললেন) আর তোমরা (মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈচৈ করা হতে দূরে থাকো। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي يَحيَى ، وَقِيلَ : أَبي مُحَمَّدٍ سَهلِ بنِ أَبي حَثْمَةَ الأنصَارِي ﷺ ، قَالَ : انطَلَقَ عَبــدُ اللهِ ابنُ سهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَومَئذٍ صُلْحٌ ، فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عبد اللهِ بنِ سَهلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ في دَمِه قَتِيلاً ، فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبدُ الرَّحمَانِ بنُ سَهلٍ وَمُحَيِّــصَةُ وحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحمَانِ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ : ((كَبِّرْ كَبِّــرْ)) وَهُــوَ أَحْدَثُ القَومِ ، فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ : ((أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ؟ ...)) وذكر تمــام الحديث . مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/৩৫৫। আবূ ইয়াহয়্যা মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ সাহল ইবনে আবূ হাষমা আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়িসাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং মুসলমানের মধ্যে) সন্ধি ছিল। (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িসাহ আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলের নিকট এলেন যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িসাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন। (মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িসাহ ও হুওয়াইয়িসাহ নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, **"বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।"** আর ওঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা শোনার পর) নবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার চাচ্ছ?" অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْني في القَبْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أخذاً للقُرآن ؟)) فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْد . رواه البخاري

৫/৩৫৬। জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একটি কবরে একত্র করে জিজ্ঞেস করছিলেন, এদের মধ্যে কুরআন হিফয কার বেশী আছে? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখতেন। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((أَرَانِي فِي المَنَــامِ أَتَــسَوَّكُ بِــسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُما أَكبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتُــهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا)). رواه مسلم مسنداً والبخاري تعليقاً.

৬/৩৫৭। ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন করতে দেখলাম। অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে বলা হল, **বড়জনকে দাও**। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম। *(মুসলিম, বুখারী ছিন্ন সনদে)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تَعَالَى : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِط)). حـــديث حسن رواه أَبُو داود

৭/৩৫৮। আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর; যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা। *(আবূ দাউদ)*

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ مِنَّا مَـــنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)). حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمـــذي ، وَقـــالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح)) . وَفِي رِوَايَةِ أبِي دَاوُد : ((حَقَّ كَبِيرِنَا)).

৮/৩৫৯। আম্‌র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি (শুআইব) তাঁর (আম্‌রের) দাদা (আব্দুল্লাহর ইবনে আম্‌র) ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান জানে না। *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)* আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে ঃ আমাদের বড়দের অধিকার জানে না।

৯/৩৬০। *(এ হাদীসটি সহীহ নয়। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৮৯৪নং)*

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أخيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﷺ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ﷺ وَمُشاوَرَتِه كُهُولاً كانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيه : يَا ابْنَ أخي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمير فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيه، فاسْتَأذَن فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الخَطَّاب، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ ﷺ حَتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ بِه. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أميرَ المُؤْمنينَ ، إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لنَبيِّه ﷺ: {خُذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعـــراف : ١٩٨] وَإنَّ هَـــذَا مِـــنَ الجَاهِلِينَ ، واللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري

১০/৩৬১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার ﷺ-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। **আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার ﷺ-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন।** উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও। ফলে তিনি অনুমতি চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন উমার (ﷺ)কে বললেন, হে ইবনে খাত্ত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না! (এ কথা শুনে) উমার ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তখন হুর্র তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল।" *(সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত)* আর এ এক মূর্খ। আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার ﷺ একটুকুও আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ শুনে) থেমে যেতেন। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي سَعِيد سَمُرَةَ بن جُندُب ﷺ ، قَالَ : لَقَد كُنتُ عَلَى عَهْد رَسُول الله ﷺ غُلاماً ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ ، فَمَا يَمْنَعُني منَ القَوْل إلاَّ أنَّ هَاهُنَا رِجَالاً هُمْ أسَنُّ منِّي . مُتَّفَقٌ عَلَيه

১১/৩৬২। আবূ সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিশোর ছিলাম। আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ করে নিতাম। কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি করত যে, সেখানে আমার চেয়ে **বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ** উপস্থিত থাকত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

১২/৩৬৩। (এখানে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।)

পরিচ্ছেদ - ৪৫

ভাল লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া, তাঁদের কাছে দুআ চাওয়া এবং বর্কতময় স্থানসমূহের দর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً } إِلَى قوله تَعَالَى : { قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ؟ } [الكهف : ٦٠ - ٦٦]

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। ---- মূসা তাকে বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? *(সূরা কাহফ ৬০-৬৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

وَعَن أَنَس ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكر لعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بَعْدَ وَفَاة رَسُول الله ﷺ : انْطَلقْ بنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ ، فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيك ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ مَا عنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُول الله ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا أبْكي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أنَّ مَا عنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لرَسُول الله ﷺ ، وَلَكنْ أبكي أنَّ الوَحْيَ قَد انْقَطَعَ منَ السَّماء ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاء ، فَجَعَلا يَبْكيَان مَعَهَا . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/৩৬৪। আনাস ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ((أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرِيَة أُخرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيه ، قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هذِه القَرِيَة . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيه مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيه ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيه)). رواه مسلم

২/৩৬৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল তখন তাকে বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে আমি তার কাছে যাচ্ছি। ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর খাতিরে ভালবাসি। ফিরিশ্তা বললেন, (তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ فِي اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : بِأَنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))، وفي بعض النسخ : ((غريب))

৩/২৬৬। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, হাসান বা গরীব সূত্রে)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩৬৭। আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাঁপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাঁপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تُنْكَحُ المَـرْأَةُ لأَرْبَـعٍ : لِمَالِهَـا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৩৬৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ করে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) *(বুখারী)*

* এর অর্থ ঃ লোকেরা সাধারণতঃ মহিলার এই চার গুণ দেখে বিবাহ করে থাকে। তুমি দ্বীনদার পাওয়ার আগ্রহী হও, তাকে বিবাহ কর এবং তার সঙ্গ ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য হও।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجبرِيلَ : ((مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكثَـرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟)) فَنَزَلَتْ : { وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِـكَ } [مريم : ٦٤] رواه البخاري

৬/৩৬৯। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ জিব্রাঈলকে বললেন, আপনি যতটা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশী সাক্ষাৎ করতে আপনার বাধা কিসের? ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "(জিব্রাঈল বললেন,) আমরা তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যাতিরেকে অবতরণ করি না। যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে সে সকলই তাঁর মালিকানাধীন।" *(সূরা মারয়্যাম ৬৪ আয়াত, বুখারী)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لا تُـصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنـاً ، وَلاَ يَأْكُـلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ)) . رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد لا بأس به .

৭/৩৭০। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মু'মিন মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُـرْ أَحَـدُكُمْ مَـنْ يُخَالِلُ)). رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن)) .

৮/৩৭১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। *(আবূ দাউদ, তিরিমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ لِلنَّبِي ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَومَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)).

৯/৩৭২। আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসে (কিয়ামতে) সে তারই সাথী হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন, মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ أَعرَابِياً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟)) قَالَ : حُبَّ اللهَ وَرَسُولِه ، قَالَ : ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه ، وهذا لفظ مسلم ، وفي رواية لهما : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ .

১০/৩৭৩। আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে। *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি বেশি নামায-রোযা ও সাদকাহর মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পরিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। (তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।)

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১১/৩৭৪। ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)). رواه مسلم

১২/৩৭৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সোনা-রূপার খনিরাজির মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি। যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। আর আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। *(মুসলিম)*

১৩/৩৭৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, "আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(বুখারী)*

وَعَن أُسَيْرِ بنِ عَمرٍو ، وَيُقَالُ : ابنِ جَابِرٍ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب ﷺ إِذَا أَتَى عَلَيه أَمْـدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ أُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَكَ وَالِدةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِه بَرَصٌ ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، فإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَل)) فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : الكُوفَةَ ، قَالَ : أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ ، فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ البَيْتِ قَلِيلَ المَتَاعِ ، قَالَ : سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يَأتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِه بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، فَـإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ ، فَافْعَلْ)) فَأَتَى أُوَيْساً ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْـداً بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَفَطِـنَ لَـهُ النَّـاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِه . رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ أَيضاً عَن أُسَيْرِ بنِ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ ﷺ ، وَفِـيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ ؟ فَجَاءَ ذلكَ الرَّجُـلُ ، فَقَالَ عمرُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ : ((إِنَّ رَجُلاً يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، لاَ يَـدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ ، قَدْ كَانَ بِه بَيَاضٌ فَدَعَا اللهَ تَعَالَى ، فَأَذْهَبَهُ إِلاَّ مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَمِ ، فَمَـنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ)) .

وفِي رِوَايَةٍ لَهُ : عَن عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ خَيْرَ التَّـابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِه بَيَاضٌ ، فَمُرُوهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ)) .

১৩/৩৭৭। উসাইর ইবনে আম্‌র মতান্তরে ইবনে জাবের থেকে বর্ণিত, উমার ﷺ-এর নিকট যখনই ইয়ামান থেকে সহযোগী যোদ্ধারা আসতেন তখনই তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে আমির আছে? শেষ পর্যন্ত (এক দলের সঙ্গে)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উয়াইস (ক্বারনী) ﷺ (মদীনা) এলেন। অতঃপর উমার ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উয়াইস ইবনে আমের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমার ﷺ বললেন, মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন (গোত্রের)? উয়াইস বললেন, হ্যাঁ। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল, তা এক দিরহাম সম জায়গা ব্যতীত (সবই) দূর হয়ে গেছে? উয়াইস বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার মা আছে? উয়াইস বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন্ (গোত্রের) উয়াইস ইবনে আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবে। তার দেহে ধবল দাগ আছে, যা এক দিরহাম সম স্থান ছাড়া সবই ভাল হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী হবে। সে যদি আল্লাহর প্রতি কসম খায়, তবে আল্লাহ তা পূরণ করে দেবেন। সুতরাং (হে উমার!) তুমি যদি নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করায়ো।" সুতরাং তুমি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর।

শোনামাত্র উয়াইস উমারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। অতঃপর উমার তাঁকে বললেন, তুমি কোথায় যাবে? উয়াইস বললেন, কূফা। তিনি বললেন, আমি কি তোমার জন্য সেখানকার গর্ভনরকে পত্র লিখে দেব না? উয়াইস বললেন, আমি সাধারণ গরীব-মিসকীনদের সাথে থাকতে ভালবাসি।

অতঃপর যখন আগামী বছর এল তখন কূফার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হজ্জে এল। সে উমার ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে এই অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তিনি একটি ভগ্ন কুটির ও স্বল্প সামগ্রীর মালিক ছিলেন। উমার ﷺ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন (গোত্রের) উয়াইস ইবনে আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের নিকট আসবে। তার দেহে ধবল রোগ আছে, যা এক দিরহামসম স্থান ছাড়া সবই ভালো হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী (মা-ভক্ত) হবে। সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেবেন। যদি তুমি তোমার জন্য তার দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ করাতে পার তাহলে অবশ্যই করায়ো।

অতঃপর সে (কূফার লোকটি হজ্জ সম্পাদনের পর) উয়াইস (ক্বারনীর) নিকট এল এবং বলল, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উয়াইস বললেন, তুমি এক শুভযাত্রা থেকে নব আগমন করেছ। অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ? সে বলল হ্যাঁ। সুতরাং উয়াইস তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। (এসব শুনে) লোকেরা (উয়াইসের) মর্যাদা জেনে নিল। সুতরাং তিনি তার সামনের দিকে (অন্যত্র) চলে গেলেন। *(মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় উসাইর ইবেন জাবের ﷺ থেকেই বর্ণিত, কুফার কিছু লোক উমার ﷺ-এর নিকট এল। তাদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে উয়াইসের সাথে উপহাস করত। উমার ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ক্বারন গোত্রের কেউ আছে কি? অতঃপর ঐ ব্যক্তি এল। উমার ﷺ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট ইয়ামান থেকে উয়াইস নামক একটি লোক আসবে। সে ইয়ামানে কেবলমাত্র তার মা-কে রেখে আসবে। তার দেহে ধবল রোগ ছিল। সে আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তা এক দীনার অথবা এক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দিরহাম সম স্থান ব্যতীত সবই দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো যদি তার সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমার ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেঈন হল এক ব্যক্তি, যাকে উয়াইস বলা হয়। তার মা আছে। তার ধবল রোগ ছিল। তোমরা তাকে আদেশ করো, সে যেন তোমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

১৪/৩৭৮। এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়। *(দেখুন যয়ীফুল জামে')*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأتِي مَسْجِد قُبَاءَ كُلَّ سَبْت رَاكباً ، وَمَاشِياً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১৫/৩৭৯। ইবনে উমার ﷺ বলেন, নবী ﷺ সওয়ার হয়ে ও পায়ে হেঁটে (মসজিদে) কুবার যিয়ারত করতেন। অতঃপর তাতে দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ প্রতি শনিবার সওয়ার হয়ে এবং কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবা যেতেন। আর ইবনে উমারও এরূপ করতেন।

* (প্রকাশ থাকে যে, এ মসজিদে কোন নামায পড়লে একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব লাভ হয়।) *(ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

পরিচ্ছেদ - ৪৬

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে ভালবাসা রাখার মাহাত্ম্য এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালবাসে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করা ও কি বলে অবহিত করবে তার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}[الفتح : ٢٩] إِلَى آخر السورة

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং দৃঢ়ভাবে কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায় যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বলা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। *(সূরা ফাত্হ ২৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } [الحشر : ٩]

অর্থাৎ, আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে। *(সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩৮০। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। এবং কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ - عز وجل - ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

২/৩৮১। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أَيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي)). رواه مسلم

৩/৩৮২। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بينكم)). رواه مسلم

৪/৩৮৩। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হবে। এবং তোমরা মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর। *(মুসলিম)*

وَعَنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ((أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرِيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً))، وَذَكَرَ الحديثَ إلى قَولِه: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيه)). رواه مسلم

৫/৩৮৪। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন।" অতঃপর বাকী হাদীস উল্লেখ করে বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।" *(মুসলিম) (৩৬৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَنْصَارِ : ((لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/৩৮৫। বারা' ইবনে আযিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ আনসার সম্পর্কে বলেছেন, এদেরকে কেবলমাত্র মু'মিনই ভালোবাসে এবং এদের সঙ্গে কেবলমাত্র মুনাফিকরাই বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে আল্লাহও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلالِي ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ)) . رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح)) .

৭/৩৮৬। মুআয ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن أَبي إِدرِيسَ الخَولاَنِي رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ :دخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ ، فَإِذَا فَتىً بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْه ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأيِه ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل ﷺ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ ، هَجَّرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بالتَّهْجِيرِ ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيه ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ للّه ، فَقَالَ : آللهِ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ ، فَقَالَ : آللهِ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ ، فَأَخَذَنِي بِحَبْوَةِ رِدَائِي ، فجبذني إِلَيْه، فَقَالَ : أَبْشِرْ ! فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ)). حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح .

৮/৩৮৭। আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রঃ) বলেন, আমি দিমাশ্কের মসজিদে প্রবেশ ক'রে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) রয়েছে। যখন তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করছে তখন (সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে ইনি কে)? (আমাকে) বলা হল যে, ইনি মুআয বিন জাবাল। অতঃপর আগামী কাল আমি আগেভাগেই মসজিদ গেলাম। কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার আগে পৌঁছে গেছেন। এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম? আমি বললাম, আল্লাহর কসম। পুনরায় তিনি বললেন, আল্লাহর কসম? আমি বললাম, আল্লাহর কসম। অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে আমাকে তার দিকে টানলেন, তারপর বললেন, সুসংবাদ নাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়। *(মুঅত্তা, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَبي كَرِيمَةَ المِقدَادِ بنِ مَعدِ يكرِب ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذي ، وَقَالَ : ((حديث صحيح))

৯/৩৮৮। আবূ কারীমা মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন মানুষ তার ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن مُعَاذ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بيَده ، وَقَالَ : ((يَا مُعَاذُ ، وَالله ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)). حديث صحيح ، رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح

১০/৩৮৯। মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মুআয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ শব্দগুলি বলা ছাড়বে না, "আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার যিকির করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।) *(আবূ দাউদ, নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبيِّ ، ﷺ ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِه ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَنِّي لأُحِبُّ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبيّ ﷺ : ((أَأَعْلَمْتَهُ ؟)) قَالَ : لاَ . قَالَ : ((أَعْلِمْهُ)) فَلَحِقَهُ ، فَقَالَ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ ، فَقَالَ : أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১১/৩৯০। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। (যে বসেছিল) সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি একে ভালবাসি। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি (এ কথা) তাকে জানিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাকে জানিয়ে দাও। সুতরাং সে (দ্রুত) তার পিছনে গিয়ে (তাকে) বলল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে ভালবাসি। সে বলল, যাঁর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাস, তিনি তোমাকে ভাল বাসুক। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ৪৭

বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শনাবলী, এমন নিদর্শন অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তা অর্জন করার জন্য প্রয়াসী হওয়ার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)*

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ)). رواه البخاري

১/৩৯১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই। *(বুখারী)*

('আমি তার কান হয়ে যাই----।' অর্থাৎ, আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيلَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جبريلُ ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ)). متفق عليه .

وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبداً دَعَا جبريلَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فأحْبِبهُ، فَيُحِبُّهُ جبريلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانَاً فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لهُ القَبُولُ فِي الأَرضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جبْرِيلَ ، فَيَقُولُ : إِنِّي أُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضْهُ . فَيُبغِضُهُ جبريلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّماءِ : إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُوهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ)) .

২/৩৯২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, অতএব তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ { قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ } ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ)) ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمانِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৩৯৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের আমীর করে জিহাদে পাঠালেন। তিনি যখন নামাযে ইমামতি করতেন তখনই (প্রত্যেক রাকআতে সূরা পড়ার পর) 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) দিয়ে (ক্বিরাআত) শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী ﷺ-এর খিদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর কেন সে এ কাজটি করেছে? সুতরাং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, এই সূরাটিতে পরম করুণাময় (আল্লাহ)র গুণাবলী রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তেলাঅত করতে আমি ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালবাসেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৪৮

নেক লোক, দুর্বল ও গরীব মানুষদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً }

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ } [الضحى : ٩-١٠]

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না। *(সূরা যুহা ৯- ১০ আয়াত)*

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে ৯৬নং হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার সঙ্গে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল।"

যেমন ২৬৬নং হাদীসটিও এই পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রাখে; যাতে বলা হয়েছে, "সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।"

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن جُندُب بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّـــةِ اللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ منْ ذمَّته بشَيءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)). رواه مسلم

১/৩৯৪। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। *(মুসলিম)*

(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।)

পরিচ্ছেদ - ৪৯

লোকের বাহ্যিক অবস্থা ও কার্যকলাপের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم } [التوبة : ٥]

অর্থাৎ, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তওবাহ ৫ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّـــاسَ حَتَّـــى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُـــوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّ الإسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩৯৫। ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে তখন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নিবে; কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে তবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عَبدِ اللهِ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَنْ قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَكَفَرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى)). رواه مسلم

২/৩৯৬। আবূ আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে আশয়্যাম ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مَعبَد المِقدَاد بنِ الأسْوَدِ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيْفِ ، فَقَطَعَها ، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ للّهِ ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ : ((لاَ تَقْتُلهُ)) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَطَعَ إحْدَى يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟! فَقَالَ : ((لا تَقتُلْهُ ، فإنْ قَتَلْتَهُ فَإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ ، وَإنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/৩৯৭। আবূ মা'বাদ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পরের মধ্যে লড়ি, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত কেটে দেয় তারপর আমার (পাল্টা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম।' তার এ কথা বলার পর হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব? তিনি বললেন, তাকে হত্যা করো না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে। কাটার পর সে ঐ কথা বলবে তাও? তিনি বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে (মনে রাখ) সে তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি তার ঐ কথা বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَلَحِقْتُ أنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ ، قَالَ : لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي ، وطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، بَلَغَ ذلكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي : ((يَا أُسَامَةَ ، أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ ؟!)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذاً ، فَقَالَ : ((أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ ؟!)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ ذلكَ اليَوْمِ . مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أقَالَ : لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ ؟!)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِن السِّلاحِ ، قَالَ : ((أفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أقَالَهَا أمْ لاَ ؟!)) فمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي أسْلَمْتُ يَوْمَئذ.

৪/৩৯৮। উসামা ইবনে যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, হে উসামা! তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে। পুনরায় তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ? তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্খা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে। তিনি বললেন, তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখে ছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না? অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্খা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম।

وَعَن جُنْدُب بن عَبد الله ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ بَعْثاً مِنَ الْمُسْلِمينَ إِلَى قَومٍ مِنَ الْمُشركينَ ، وَأَنَّهُمْ التَقَوْا ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركينَ إِذَا شَاءَ أنْ يَقْصدَ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَأنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيه السَّيفَ ، قَالَ : لا إلهَ إلاَّ اللهُ ، فَقَتَلهُ ، فَجَاءَ البَشيرُ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَسَأَلَهُ وَأخبَرَهُ ، حَتَّى أخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : ((لِمَ قَتَلْتَهُ ؟)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أوْجَعَ في الْمُسلمينَ ، وَقَتَلَ فُلاَناً وَفُلاَناً ، وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيه ، فَلَمَّا رَأى السَّيفَ ، قَالَ : لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ . قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أقَتَلْتَهُ ؟)) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((فَكَيفَ تَصْنَعُ بلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، إِذَا جَاءتْ يَوْمَ القيَامَة ؟)) قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، اسْتَغْفرْ لي . قَالَ : ((وكَيفَ تَصْنَعُ بلاَ إلـهَ إلاَّ الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القيَامَة ؟)) فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُ عَلَى أنْ يَقُولَ : ((كَيفَ تَصْنَعُ بلاَ إلـهَ إلاَّ الله إِذَا جَاءتْ يَوْمَ القيَامَة)). رواه مسلم

৫/৩৯৯। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমান মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে মুকাবেলা হল। মুশরিকদের মধ্যে একটি লোক ছিল সে যখন কোন মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা করত তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা করে দিত। (এ অবস্থা দেখে) একজন মুসলিম (তাকে খুন করার জন্য) তার অমনোযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ। (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করে দিলেন। অতঃপর (মুসলমানদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তিনি তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাঁকে (সমস্ত) সংবাদ দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ঐ ব্যক্তিরও খবর অবহিত করল। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ? উসামা বললেন, হে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহর রসূল! সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে। উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন। (এ দেখে) আমি তার উপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল তখন বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাকে হত্যা করে দিয়েছ? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে তখন তুমি কি করবে? উসামা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে তখন তুমি কি করবে? (তিনি বারংবার একথা বলতে থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে তখন তুমি কি করবে? *(মুসলিম)*

وَعَن عَبد اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُود ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﷺ ، يَقُولُ : إنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوَحْيِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإنَّ الوَحْيَ قَد انْقَطَعَ ، وإنَّمَا نَأخُذُكُمُ الآنَ بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أعمَالِكُمْ ، فَمَنْ أظْهَرَ لَنَا خَيْراً أمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِه شَيْء ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِه ، وَمَنْ أظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإنْ قَالَ : إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ . رواه البخاري

৬/৪০০। আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিছু লোককে অহী দ্বারা পাকড়াও করা হত। কিন্তু অহী এখন বন্ধ হয়ে গেছে। (সুতরাং) এখন আমরা তোমাদের বাহ্যিক কার্যকলাপ দেখে তোমাদের পাকড়াও করব। অতঃপর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ভাল কাজ প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব এবং তাকে আমরা নিকটে করব। আর তাদের অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহই তার অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে সত্যবাদীও মনে করব না; যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) ভাল। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৫০

আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে ভয় করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } [البقرة : ٤٠]

অর্থাৎ, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ } [البروج : ١٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। *(সূরা বুরুজ ১২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِه فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ}

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, আর এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। নিশ্চয় এ সব ঘটনায় সে ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। ওটা এমন একটা দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। যখন সেদিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে দোযখে; তাতে তাদের চীৎকারও আর্তনাদ হতে থাকবে। *(সূরা হূদ ১০২- ১০৬ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

{ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ } [آل عمران : ٢٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। *(আলে ইমরান ২৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ }

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। *(সূরা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ}

অর্থাৎ, হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। *(সূরা হজ্জ ১-২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمان : ٤٦]

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান। *(সূরা রাহমান ৪৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ }[الطور : ٢٥-٢٨]

অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু। *(সূরা তূর ২৫-২৮ আয়াত)*

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন হাদীসও রয়েছে অনেক। নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লিখিত হল ঃ-

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ : ((إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أربَعِينَ يَوماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُـمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأجَلِهِ وَعَمَلِـهِ وَشَـقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . فَوَالَّذِي لاَ إلهَ غَيْرُهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا ، وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৪০১। ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ঠ না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে। পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُؤتَى بِجَهَنَّمَ يَومَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبعُونَ ألْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا)). رواه مسلم

২/৪০২। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إنَّ أهْـوَنَ أهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ . مَا يَرَى أنَّ أَحَداً أشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً ، وَأنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৪০৩। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিবসে ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা হাল্কা আযাব হবে, যার দু' পায়ের তেলোয় জ্বলন্ত দু'টি আঙ্গার রাখা হবে। যার ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে না যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব কেউ ভোগ করছে। অথচ তারই আযাব সবার চেয়ে হাল্কা! *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَمُرَةَ بن جُندُب ﷺ: أنَّ نَبيَّ الله ﷺ، قَالَ: ((مِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيه، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيه ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى حُجزَتِه، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِه)). رواه مسلم

৪/৪০৪। সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু লোকের পায়ের গাঁট পর্যন্ত আগুন হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো কণ্ঠাস্থি (গলার নিচের হাড়) পর্যন্ত হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ في رَشْحِه إِلَى أنْصَافِ أُذُنَيه)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/৪০৫। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে (এবং তাদের এত বেশি ঘাম হবে যে,) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ خُطبَةً مَا سَمِعْتُ مثلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلَمُ ، لَضحِكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثيراً)) فَغَطَّى أصْحَابُ رَسُول الله ﷺ وَجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيه وفي رواية : بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَصْحَابِه شَيْءٌ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَلَمْ أرَ كَاليَومِ في الخَيرِ وَالشَّرِّ ، وَلَوْ تَعْلَمونَ مَا أعلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثيراً)) فَمَا أتَى عَلَى أصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ منْهُ ، غَطَّوْا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ .

৬/৪০৬। আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহাবীদের কোন কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, "আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।" সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

وَعَنِ المِقدَادِ ﷺ ، قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : ((تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ منَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ منْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ)). قَالَ سُلَيْم بنُ عَامِرٍ الرَّاوِي عَنِ المِقدَادِ : فَوَاللهِ مَا أدْرِي مَا يَعنِي بِالمِيلِ ، أَمَسَافَةَ الأرضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِه العَيْنُ ؟ قَالَ : ((فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أعْمَالِهِمْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فِي العَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَى رُكبَتَيهِ ، وَمِنهُم مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إِلْجَاماً)). قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بيده إِلَى فِيهِ . رواه مسلم

৭/৪০৭। মিক্বদাদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।" মিক্বদাদ থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম বিন আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানিনা যে, নবী ﷺ 'মীল' শব্দের কি অর্থ নিয়েছেন, যমীনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? "সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত (ঘাম হবে) এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও হবে যাদেরকে ঘাম লাগাম লাগিয়ে দেবে।" (অর্থাৎ, নাক পর্যন্ত ঘামে ডুববে।) এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَعْرَقُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرضِ سَبْعِينَ ذِراعاً ، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/৪০৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের প্রচন্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত নিচে যাবে। আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। এমন কি কান পর্যন্তও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً ، فَقَالَ : ((هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟)) قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِها فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا)). رواه مسلم

৯/৪০৯। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি হলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোন জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা জান এটা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন। তিনি বললেন, এটা ঐ পাথর যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল। ফলে তারই পড়ার আওয়ায তোমরা শুনতে পেলে। *(মুসলিম)*

عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) . متفق عليه

১০/৪১০। আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً للهِ تَعَالَى . وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

১১/৪১১। আবূ যার্র ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্‌ করে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

وَعَن أَبي بَرزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبَيدٍ الأسلَمِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفنَاهُ ؟ وَعَنْ علمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أَبلاهُ ؟)) رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

১২/৪১২। আবূ বারযাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'খানি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্‌ম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কি আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কি উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন্ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ক্ষয় করেছে? *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

১৩/৪১৩। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটির সনদ দুর্বল।)

وَعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَيْفَ أَنْعَمُ ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ)) فَكَأَنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رسولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : ((قُولُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : حديث حسنٌ

১৪/৪১৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কেমন করে হাসিখুশি করব, অথচ শিঙ্গা ওয়ালা (ইস্রাফীল তো ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙ্গা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে, তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।" অতঃপর এ কথা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য ভারী বোধ হল। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা বল, 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।' অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী। *(তিরমিযী, হাসান)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ . أَلاَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ، ألاَ إنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

১৫/৪১৫। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(তিরমিযী, হাসান)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يُحْشَرُ النَّـــاسُ يَـــوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! قَالَ : ((يَا عائِشَةُ ، الأمرُ أشَدُّ مِنْ أنْ يُهِمَّهُمْ ذلكَ)) .

وفي رواية : ((الأَمْرُ أهمُّ مِنْ أنْ يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إِلَى بَعضٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৬/৪১৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাত্‌নাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! তাদের এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাদের একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করা অপেক্ষা ব্যাপার আরো গুরুতর হবে।

পরিচ্ছেদ - ৫১

আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [الزمر : ٥٣]

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُور } [سبأ : ١٧]

অর্থাৎ, আমি অকৃতজ্ঞ (বা অস্বীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে থাকি। *(সূরা সাবা ১৭ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

{ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى } [طه : ٤٨]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমাদের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা ত্বাহা ৪৮ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } [الأعراف : ١٥٦]

অর্থাৎ, আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

وَعَن عُبَادَةَ بن الصَّامت ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدهُ ورَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ ، وَالنَّارَ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية لمسلم : ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ)).

১/৪১৭। উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيّ ﷺ : ((يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيْد ، وَمَنْ جَاءَ بالسَّيِّئَة فَجَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ . وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيئاً ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغفِرَةً)). رواه مسلم

২/৪১৮। আবূ যার্র বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব। *(মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ أَعرَابِي إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الموجِبَتَانِ؟ قَالَ : ((مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِه شَيْئاً دَخَلَ النَّار)). رواه مسلم

৩/৪১৯। জাবের ﷺ বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্যকারী) কর্মদু'টি কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না করে ঐ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ، ثَلاثاً ، قَالَ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ)). قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاس فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : ((إِذاً يَتَّكِلُوا)). فأخبر بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ موته تَأَثُّماً . مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/৪২০। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মুআয যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ারীর উপর বসেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে মুআয! মুআয বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি (পুনরায়) বললেন, হে মুআয! মুআয বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি (আবার) বললেন, হে মুআয! (মুআযও) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। রসূল ﷺ এ কথা তিনবার বললেন। (এরপর) তিনি বললেন, যে কোন বান্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল, তাকে আল্লাহ তাআলা দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন।

মুআয বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকেদেরকে এই খবর বলে দেব না? যেন তারা (শুনে) আনন্দিত হয়। তিনি বললেন, তাহলে তো তারা (এরই উপর) ভরসা করে নেবে (এবং আমল ত্যাগ করে বসবে)। অতঃপর মুআয (ইল্‌ম গোপন রাখার) পাপ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মৃত্যুর সময় (এ হাদীসটি) জানিয়ে দিয়েছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيد الخُدرِي رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا - شَكَّ الرَّاوِي - ولاَ يَضُرُّ الشَّكُّ فِي عَينِ الصَّحَابِيّ ؛ لأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ – قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَواضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((افْعَلُوا)) فَجاء عُمَرُ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ ، وَلَكِن ادعُهُمْ بِفَضلِ أَزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَة ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذلِكَ البَرَكَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نَعَمْ)) فَدَعَا بِنَطْعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِفضلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ بِكَفِّ تَمرٍ وَيَجِيءُ الآخرُ بِكِسرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطعِ مِنْ ذلِكَ شَيءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالبَرَكَة، ثُمَّ قَالَ : ((خُذُوا فِي أَوعِيَتِكُمْ)) فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِم حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي العَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلأُوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّة)). رواه مسلم

৫/৪২১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ অথবা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, (বর্ণনাকারী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সন্দেহে পড়েছেন। অবশ্য সাহাবীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সন্দেহ ক্ষতিকর কিছু নয়। কেননা সকল সাহাবাই নির্ভরযোগ্য।) সাহাবী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ অতিশয় খাদ্য-সংকটে পড়লেন। সুতরাং তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের সেচক উঁট জবাই করে তার গোশ্ত ভক্ষণ এবং চর্বি ব্যবহার করি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা কর। (এ সংবাদ শুনে) উমার ﷺ এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি (এমন) করেন তাহলে সওয়ারী কমে যাবে। বরং আপনি (এই করুন যে,) তাদেরকে নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনতে বলুন এবং তাদের জন্য তাতে আল্লাহর কাছে বর্কতের দুআ করুন। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, (তাই-ই করি।) সুতরাং তিনি চামড়ার একখানি দস্তরখান আনা করিয়ে তা বিছালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য জমা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউ তো এক খাবল ভুট্টা আনলেন, কেউ তো এক খাবল খুরমা এবং কেউ তো রুটির একটি টুকরাও আনলেন। পরিশেষে কিছু পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে গেল। তারপর রসূল বর্কতের দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আপন আপন পাত্রে নিয়ে নাও। সুতরাং তাঁরা স্ব স্ব পাত্রে নিতে আরম্ভ করলেন। এমনকি ফৌজের মধ্যে কোন পাত্র শূন্য রইল না। তাঁরা সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং কিছু বেঁচেও গেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে কোন বান্দা সন্দেহমুক্ত হয়ে এ দু'টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে যে জান্নাত যেতে বাধা দেওয়া হবে -তা হতেই পারে না (বরং সে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে)।"** *(মুসলিম)*

وَعَن عِتْبَانَ بن مالك ﷺ وَهُوَ مِمَّن شَهِدَ بَدراً ، قَالَ : كُنتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَت الأَمْطَار ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهم ، فَجِئتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلتُ لَهُ : إِنّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَومِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَت الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأتِي فَتُصَلِّي في بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((سَأَفْعَلُ)) فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكرٍ ﷺ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، وَاسْتَأذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فيه ، فَقَامَ رَسُول اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكعَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أهلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ في بَيْتِي فَثَابَ رِجالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ في البَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أَرَاهُ ! فَقَالَ رَجُلٌ : ذلكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((لاَ تَقُلْ ذلكَ ، ألاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغي بذَلكَ وَجهَ اللهِ تَعَالَى)) فَقَالَ : اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إِلاَّ إِلَى المُنَافقينَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((فإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغي بذَلكَ وَجْهَ اللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬/৪২২। ইতবান ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, যিনি বদর যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্র বানু সালেমের নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (মসজিদের) মধ্যে একটি উপত্যকা ছিল। বৃষ্টি হলে ঐ উপত্যকা পেরিয়ে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হত। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার দৃষ্টিশক্তিতে কমতি অনুভব করছি। (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়। তাই আমার একান্ত আশা যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায আদায় করবেন। আমি সে স্থানটি নামাযের স্থান রূপে নির্ধারিত করে নেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা তাই করব। সুতরাং পরের দিন সূর্যের তাপ যখন বেড়ে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র ﷺ আমার বাড়ীতে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরের কোন্ স্থানে আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ কর? আমি যে স্থানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করেছিলাম, তাঁকে সেই স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন, আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরলেন। তাঁর সালাম ফিরার সময় আমরাও সালাম ফিরলাম। তারপর তাঁর জন্য যে 'খাযীর' (চর্বি দিয়ে পাকানো আটা) প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা খাওয়ার জন্য তাঁকে আটকে দিলাম। ইতিমধ্যে মহল্লার লোকেরা শুনল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়িতে। সুতরাং তাদের কিছু লোক এসে জমায়েত হল। এমনকি বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হল। তাদের মধ্যে একজন বলল, মালেক (ইবনে দুখাইশিন) করল কি? তাকে দেখছি না যে? একজন জবাব দিল, সে মুনাফিক! আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে? সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও আলাপ-আলোচনায় তাকে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قُدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى ، إِذْ وَجَدَتْ صَبِياً فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَتَرَوْنَ هذه المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَها فِي النَّارِ؟)) قُلْنَا: لاَ وَاللهِ. فَقَالَ: ((للهُ أَرْحَمُ بعِبَادِه مِنْ هذه بوَلَدِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৭/৪২৩। উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি মনে কর এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললাম, না, আল্লাহর কসম! তারপর তিনি বললেন, এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي)) . متفق عليه

৮/৪২৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎ রচনা সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ في الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذلِكَ الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ)) .

وَفي رِوَايَةٍ : ((إنّ للهِ تَعَالَى مِئَةَ رَحمَةٍ ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجِنِّ وَالإِنسِ وَالبَهائِمِ وَالهَوامّ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَأَخَّرَ اللهُ تَعَالَى تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ أَيضاً مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ للهِ تَعَالَى مِئَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ ، وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ لِيَومِ القِيَامَةِ)) .

وَفي رِوَايَةٍ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِئَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَكمَلَهَا بِهذه الرَّحمَةِ)) .

৯/৪২৫। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগত একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া করে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমও সালমান ফারেসী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের দিনের জন্য রয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার দিন একশ রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া করে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحكِي عَن رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَال: ((أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذنَبَ عَبدِي ذَنباً ، فَعَلِمَ أنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أذنَبَ عبدِي ذَنباً، فَعَلِمَ أنَّ لَهُ رَبّاً ، يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ ، قَدْ غَفَرْتُ لعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১০/৪২৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, কোন বান্দা একটি পাপ করে বলল, হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, আমার বান্দা একটি পাপ করেছে অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন। অতঃপর সে আবার পাপ করল এবং বলল, হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, আমার বান্দা একটি পাপ করেছে অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* 'সে যা ইচ্ছা করুক' কথার অর্থ হল, সে যখন এইরূপ করে; অর্থাৎ পাপ করে সাথে সাথে তওবা করে এবং আমি তাকে মাফ করে দিই, তখন সে যা ইচ্ছা করুক, তার কোন চিন্তা নেই। যেহেতু তওবা পূর্বকৃত পাপ মোচন করে দেয়।

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((والَّذي نَفْسي بِيَدِه ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَـذَهَبَ اللهُ بِكُـمْ ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)). رواه مسلم

১১/৪২৭। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي أَيُّوبَ خَالِد بن زَيد ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُـولُ : ((لَـوْلاَ أَنَّكُـمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)). رواه مسلم

১২/৪২৮। আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، فِي نَفرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أظْهُرِنَا ، فَأبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أنْ يُقتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، حَتَّى أتَيْتُ حَائِطاً للأنْصَارِ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إلَى قوله : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اذهَبْ فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ ، مُسْتَيقِناً بِهَا قَلبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ)). رواه مسلم

১৩/৪২৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)ও লোকেদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। অতঃপর আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে (সভা থেকে) উঠে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। (অতঃপর) তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যাও! অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَولَ اللهِ - عز وجل - فِي إبرَاهِيمَ ﷺ : { رَبِّ إنَّهُنَّ أضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإنَّهُ مِنِّي } [إبراهيم : ٣٦] الآية ، وقَولَ عِيسَى ﷺ : { إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَّكَ أنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي)) وبَكَى ، فَقَالَ اللهُ - عز وجل - : ((يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ ؟)) فَأتَاهُ جبريلُ ، فَأخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمَا قَالَ - وَهُوَ أعْلَمُ - فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ((يَا جِبرِيلُ ، اذْهَبْ إلَى مُحَمَّدٍ ، فَقُلْ : إنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ)). رواه مسلم

১৪/৪৩০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৬)* এবং ঈসা ﷺ-এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন), "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত)* অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'খানি উঠিয়ে বললেন, হে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও - আর তোমার রব বেশী জানেন - তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর? সুতরাং জিব্রীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সে কথা জানালেন যা তিনি (তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন - আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, হে জিব্রীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না। *(মুসলিম)*

وَعَن مُعَاذ بن جَبَلٍ ﷺ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ ، هَلْ تَـدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ ؟)) قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً)). فقلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : ((لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৫/৪৩১। মুআয ইবনে জাবাল ﷺ বলেন, আমি গাধার উপর নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না তিনি তাকে আযাব দিবেন না। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদেরকে (এ) সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই উপর) ভরসা করে নেবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللهِ ، فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى : { يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِـالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ } [إبراهيم : ٢٧])). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/৪৩২। বারা ইবনে আযিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। এই অর্থ রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে, "যারা মু'মিন তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করেন।" *(সূরা ইব্রাহীম ১৭ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً ، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِـنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ : ((إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ . وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ ، لَمْ يَكُـنْ لَـهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৭/৪৩৩। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাফের যখন দুনিয়াতে কোন পুণ্য কাজ করে তখন বিনিময়ে তাকে দুনিয়ার (কিছু আনন্দ) উপভোগ করতে দেওয়া হয়। (এবং পরকালে সে এর কিছুই প্রতিদান পাবে না)। কিন্তু মু'মিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পরকালে তার প্রতিদানকে সঞ্চিত করে রাখেন এবং দুনিয়াতে তিনি তাকে জীবিকা দেন তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহান আল্লাহ কোন মু'মিনের উপর তার নেকীর ব্যাপারে যুলুম করেন না। তাকে তার প্রতিদান দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও দেওয়া হবে। কিন্তু কাফেরকে ভাল কাজের বিনিময় যা সে আল্লাহর জন্য করে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি যখন সে পরকাল পাড়ি দেবে তখন তার এমন কোন পুণ্য থাকবে না যে, তার বিনিময়ে তাকে কিছু (পুরস্কার) দেওয়া যাবে। *(মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّات)). رواه مسلم

১৮/৪৩৪। জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের উদাহরণ প্রচুর পানিতে পরিপূর্ণ ঐ নদীর মত, যা তোমাদের কারো দুয়ারের (সামনে বেয়ে) প্রবাহিত হয়, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئاً، إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ)). رواه مسلم

১৯/৪৩৫। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক শরীক হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। নিশ্চয় আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْواً مِنْ أَربَعِينَ ، فَقَالَ : ((أَتَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟)) قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : ((أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنَّةِ ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، ومَا أَنْتُم فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إلاَّ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأَحْمَرِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২০/৪৩৬। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসিলম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي مُوسَى الأَشعَري ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً ، فَيَقُولُ : هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ)). رواه مسلم

২১/৪৩৭। আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।

উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক মুসলমান পাহাড় সম পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা (সবই) তাদের জন্য ক্ষমা করে দেবেন। *(মুসলিম)*

* 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।' এ কথার অর্থ আবূ হুরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 'প্রত্যেকের জন্য বেহেশ্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং দোযখেও আছে। সুতরাং মু'মিন যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন দোযখে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের। যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে তার উপযুক্ত। আর 'মুক্তিপণ' অর্থ এই যে, তুমি দোযখের সম্মুখীন ছিলে; কিন্তু এটি হল তোমার মুক্তির বিনিময়। যেহেতু মহান আল্লাহ দোযখ ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত রেখেছেন। সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে প্রবেশ করবে, তখন তারা হবে মু'মিনদের 'মুক্তিপণ।' আর আল্লাহই অধিক জানেন।

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيهِ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، فَيَقُولُ : أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : رَبِّ أَعْرِفُ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২২/৪৩৮। ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি? মু'মিন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি। তিনি বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: { وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [هود : ١١٤] فَقَالَ الرجل: أَلِي هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৩/৪৩৯। ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "দিনের দু'প্রান্ত সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।" *(সূরা হূদ ১১৪)* লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! এ কি শুধু আমার জন্য? তিনি বললেন, না, এ আমার সকল উম্মতের জন্য। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قَالَ : ((هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ))؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ((قَدْ غُفِرَ لَكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২৪/৪৪০। আনাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে নামায পড়ল। নামায শেষ করে পুনরায় সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত দণ্ড প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চই তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* উক্ত হাদীসে 'দণ্ডনীয় অপরাধ' বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দন্ড আছে; যেমন মদপান, ব্যভিচার প্রভৃতি। কেননা এমন দন্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে যাবে না। যেমন সে দন্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়।

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

২৫/৪৪১। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার (এ কাজে) সন্তুষ্ট হন যে, (কিছু) খেলে তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কিছু পান করলে তার উপর তাঁর প্রশংসা করে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)). رواه مسلم

২৬/৪৪২। আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রাতে তার হাত প্রসারিত করেন, যেন দিবাভাগের অপরাধী তাওবাহ করে নেয়। আর তিনি দিনেও তাঁর হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের অপরাধী তাওবাহ করে নেয়। যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। (এ নিয়ম অব্যাহত থাকবে)। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي نَجِيحٍ عَمرِو بنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ وأَنَا فِي الجاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ضَلاَلَة ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ ، فَسَمِعْتُ برَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً ، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي ، فَقَدِمْتُ عَلَيه ، فإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِياً ، جُرَءَاءُ عَلَيه قَومُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيه بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : ((أَنَا نَبِيٌّ)) قُلْتُ : وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ : ((أَرْسَلَنِي الله)) قُلْتُ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : ((أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِه شَيْءٌ)) قُلْتُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : ((حُرٌّ وَعَبْدٌ)) وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكرٍ وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قُلْتُ : إِنِّي مُتَّبِعُكَ ، قَالَ : ((إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذلِكَ يَومَكَ هَذَا ، أَلا تَرَى حَالِي وحالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي)) قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي المَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ ؟ فَقَالُوا : النَّاس إِلَيه سِرَاعٌ ، وَقَدْ أَرَادَ قَومُهُ قَتْلَهُ ، فلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكَ ، فقَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيه ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمكَّةَ)) قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : ((صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَان ، وَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ حِينئذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العَصرَ ، ثُمَّ اقْصرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فإِنَّهَا تَغْرُبُ بينَ قَرْنَيْ شَيطَان ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفّارُ)) قَالَ : فَقُلتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَالوُضُوءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ ؟ فَقَالَ : ((مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِه مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيه إِلَى المرفقَيْن ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْه مِنْ أَنَامِله مَعَ الماءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأسِه مِن أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَغسِلُ قَدَمَيه إِلَى الكَعْبَيْنِ ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجلَيْه مِنْ أَنَامِله مَعَ المَاءِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيه ومَجَّدَهُ بالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَفَرَّغَ قَلبَهُ للهِ تَعَالَى ، إِلاَّ انْصَرفَ مِنْ خَطِيئَتِه كَهَيئَتِه يَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ)) . فَحَدَّثَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ : يَا عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ ، انْظُر مَا تقولُ! فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، لَقَد كَبُرَتْ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظمِي ، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي ، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَوْ لَمْ أسمعه مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً – حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات – مَا حَدَّثْتُ أَبداً بِه ، وَلكِنِّي سَمِعتُهُ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ . رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৭/৪৪৩। আবূ নাজীহ আম্‌র ইবনে আবাসাহ ﷺ বলেন, জাহেলিয়াতের (প্রাগৈসলামিক) যুগ থেকেই আমি ধারণা করতাম যে, লোকেরা পথভ্রষ্টতার উপর রয়েছে এবং এরা কোন ধর্মেই নেই, আর ওরা প্রতিমা পূজা করছে। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি মক্কায় অনেক আজব আজব খবর বলছেন। সুতরাং আমি আমার সওয়ারীর উপর বসে তাঁর কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ গুপ্তভাবে (ইসলাম প্রচার করছেন), আর তাঁর সম্প্রদায় (মুশরিকরা) তাঁর প্রতি (দুর্ব্যবহার ক'রে) দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছে। সুতরাং আমি বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলাম। পরিশেষে আমি মক্কায় তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি? তিনি বললেন, আমি নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আমি বললাম, কি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুন্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে। আমি বললাম, এ কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, একজন স্বাধীন মানুষ এবং একজন কৃতদাস। তখন তাঁর সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুগত। তিনি বললেন, তুমি এখন এ কাজ কোন অবস্থাতেই করতে পারবে না। তুমি কি আমার অবস্থা ও লোকেদের অবস্থা দেখতে পাও না? অতএব তুমি (এখন) বাড়ি ফিরে যাও। অতঃপর যখন তুমি আমার জয়ী ও শক্তিশালী হওয়ার সংবাদ পাবে, তখন আমার কাছে এসো।

সুতরাং আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (পরিশেষে) মদীনা চলে এলেন, আর আমি স্বপরিবারেই ছিলাম। অতঃপর আমি খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম এবং যখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন তখন আমি (তাঁর ব্যাপারে) লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। অবশেষে আমার পরিবারের কিছু লোক মদীনায় এল। আমি বললাম, ঐ লোকটার অবস্থা কি যিনি (মক্কা ত্যাগ ক'রে) মদীনা এসেছেন? তারা বলল, লোকেরা তার দিকে ধাবমান। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।

অতঃপর আমি মদীনা এসে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি তো ঐ ব্যক্তি যে মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা আমার অজানা -তা আমাকে বলুন? আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন, তুমি ফজরের নামায পড়। তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি নামায পড়। কেননা, নামাযে ফিরিশ্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া বল্লমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করে, তখন নামায পড়। কেননা, এ নামাযে ফিরিশ্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের নামায পড়। অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য শয়তানের দু' শিঙ্গের মধ্যে অস্ত যায় (অর্থাৎ,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে।

পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে ওযূ সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ পানি নিকটে করে (হাত ধোওয়ার পর) কুল্লি করে এবং নাকে পানি নিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে, তার চেহারা, তার মুখ এবং নাকের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তার চেহারা ধোয়, তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির শেষ প্রান্তের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার হাত দু'খানি কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার হাতের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার পাপরাশি চুলের ডগার পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার পা দু'খানি গাঁট পর্যন্ত ধোয়, তখন তার পায়ের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যার তিনি যোগ্য এবং অন্তরকে আল্লাহ তাআলার জন্য খালি করে, তাহলে সে ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

তারপর আম্‌র ইবনে আবাসাহ ﷺ এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ উমামার ﷺ নিকট বর্ণনা করলেন। আবূ উমামাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে আম্‌র ইবনে আবাসাহ! তুমি যা বলছ তা চিন্তা করে বল! একবার ওযূ করলেই এই ব্যক্তিকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হবে? আম্‌র বললেন, হে আবূ উমামাহ! আমার বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও নিকটবর্তী। (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তাআলা অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আমার কি প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأشعَرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحمَةَ أُمَّــةٍ ، قَــبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَها ، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا ، وإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ ، عَــذَّبَهَا وَنَبِيُّهَــا حَــيٌّ ، فَأَهلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنظُرُ ، فَأَقَرَّ عَينَهُ بِهَلاَكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمْرَهُ)). رواه مسلم

২৮/৪৪৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোন উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নবীকে তাদের পূর্বেই তুলে নেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সেই উম্মতের জন্য অগ্রগামী ও ব্যবস্থাপক বানিয়ে দেন। আর যখন তিনি কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তখন তাদেরকে তাদের নবীর উপস্থিতিতে শাস্তি দেন। তিনি নিজ জীবদ্দশায় তাদের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেন। তাই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে নবীর চক্ষুশীতল করেন, যখন তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৫২

আল্লাহর কাছে ভাল আশা রাখার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা (মূসা ﷺ-এর অনুসারী) এক নেক বান্দার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন,

{ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بالعِبَاد، فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا } [غافر : ٤٤-٤٥]

অর্থাৎ, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি ফিরআউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করল। *(সূরা গাফির ৪৪-৪৫ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ((قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي ، وَاللهِ ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بالفَلاَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ)). متفقٌ عليه

১/৪৪৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبلَ مَوْتِه بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، يَقُولُ : ((لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ)). رواه مسلم

২/৪৪৬। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا ، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن))

৩/৪৪৭। আনাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না ক'রে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব। *(তিরমিযী, হাসান)*

পরিচ্ছেদ - ৫৩

একই সাথে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা রাখার বিবরণ

জ্ঞাতব্য যে, সুস্থ অবস্থায় বান্দার উচিত হল, অন্তরে আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখা। এ ক্ষেত্রে ভয় ও আশা উভয়ই সমান হবে। পক্ষান্তরে অসুস্থ অবস্থায় নিছকভাবে আশা রাখা উচিত। কুরআন ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য স্পষ্ট উক্তিতে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ القَوْمُ الخَاسِرونَ } [الأعراف : ٩٩]

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না। *(সূরা আ'রাফ ৯৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ القَوْمُ الكافِرُونَ } [يوسف : ٨٧]

অর্থাৎ, অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না। *(সূরা ইউসুফ ৮৭ আয়াত)*

অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ } [آل عمران: ١٠٦]

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে। *(আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } [الأعراف : ١٦٧]

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও। *(সূরা আ'রাফ ১৬৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } [الانفطار : ١٣-١٤]

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে। *(সূরা ইনফিত্বার ১৩-১৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ}[القارعة:٦-٩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। *(সূরা ক্বারিয়াহ ৬-৯ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা ও ভয় রাখার কথা কুরআন মাজীদের কোন কোন স্থানে মাত্র একটি আয়াতে, কোন স্থানে দু'টি আয়াতে এবং কোন স্থানে তিন বা ততোধিক আয়াতে একত্রে বিবৃত হয়েছে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ)). رواه مسلم

১/৪৪৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি মু'মিন জানত যে, আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাতের লোভ করত না। আর যদি কাফের জানত যে, আল্লাহর নিকট কি করুণা রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا وُضِعَت الجنازةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أعناقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ)). رواه البخاري

২/৪৪৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা অথবা পুরুষরা কাঁধে বহন করতে শুরু করে, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর বদকার হলে সে বলতে থাকে, হায় ধ্বংস আমার! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া সবাই তার শব্দ শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। (বা মারা যেত।) *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك)). رواه البخاري

৩/৪৫০। ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাত তোমাদের কারো জুতোর ফিতার চাইতেও বেশী নিকটবর্তী, আর জাহান্নামও তদ্রূপ। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৫৪

আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সাক্ষাতের আনন্দে কান্না করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً } [الإسراء : ١٠٩]

অর্থাৎ, তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১০৯ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরো বলেন,

{ أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ } [النجم : ٥٩]

অর্থাৎ, তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? *(সূরা নাজ্‌ম ৫৯-৬০ আয়াত)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ((اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ)) قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : ((إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي)) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى جِئْتُ إِلى هذِهِ الآيَةِ : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلاءِ شَهِيداً } [النساء : ٤١] قَالَ : ((حَسْبُكَ الآنَ)) فَالتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৪৫১। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর। উত্তরে আমি আরজ করলাম, আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি। অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, "তখন তাদের কি অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি আমাকে বললেন, 'যথেষ্ট, এবার থাম'। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে আশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطبَةً مَا سَمِعْتُ مِثلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً)). فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/৪৫২। আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা এমন ভাষণ দিলেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ))

৩/৪৫৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করল, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৪/৪৫৪। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﷺ ، قَالَ : أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ . حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح

৫/৪৫৫। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে উনানে স্থিত হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে, শামায়েলে তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأُبَيِ بنِ كَعبٍ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ... } قَالَ : وَسَمَّانِي ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) فَبَكَى أُبَيٌّ . متفقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي .

৬/৪৫৬। আনাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ﷺ-কে বললেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 'সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু' পড়ে শুনাই। কা'ব বললেন, (আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উবাই (খুশীতে) কাঁদলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, উবাই কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ ، فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لاَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَكِنْ أبكي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ ، فَهَيَّجْتُهُمَا عَلَى البُكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم

৭/৪৫৭। আনাস ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) فَقَالَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ غَلَبَهُ البُكَاءُ ، فَقَالَ : ((مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَن عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قُلتُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৮/৪৫৮। ইবনে উমার ﷺ বলেন, যখন (মরণ রোগে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট বেড়ে গেল, তখন তাঁকে (জামাআত সহকারে) নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, তোমরা আবূ বাক্‌রকে নামায পড়াতে বল। আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন, আবূ বাক্‌র নরম মনের মানুষ, কুরআন পড়লেই তিনি কান্না সামালতে পারেন না। কিন্তু পুনরায় তিনি বললেন, তাঁকে নামায পড়াতে বল।

আয়েশা থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, আবূ বাক্‌র যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন তখন তিনি কান্নার কারণে লোকেদেরকে (কুরআন) শুনাতে পারবেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ عَوفٍ : أَنَّ عَبدَ الرَّحمَانِ بنَ عَوفٍ ﷺ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِماً، فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ ﷺ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ ؛ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَو قَالَ : أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا – قَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ . رواه البخاري

৯/৪৫৯। ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ-এর কাছে খাবার আনা হল, তখন তাঁর রোযা ছিল। তিনি বললেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ শহীদ হলেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (অথচ) তাঁকে কাফন দেওয়ার মত এমন একটি চাদর ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে যাচ্ছিল এবং পা দু'টি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল! তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হল, তা হল। অথবা তিনি বললেন, আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ যা দেওয়া হল, তা হল। আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের সৎকর্মের (বিনিময়) আমাদের জন্য ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার করলেন। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي أُمَامَة صُدَيِّ بنِ عَجلاَنَ البَاهِلِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى)). رواه الترمذي ، وقال: ((حديثٌ حسنٌ))

১০/৪৬০। আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট দু'টি বিন্দু এবং দু'টি চিহ্ন অপেক্ষা কোন বস্তু প্রিয় নয়। (এক) ঐ অশ্রু বিন্দু যা আল্লাহর ভয়ে বের হয় (দুই) ঐ রক্ত বিন্দু যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'টি চিহ্ন যা আল্লাহর ভয়ে বের হয় (দুই) ঐ রক্ত বিন্দু যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'টি চিহ্ন হল ঃ (এক) ঐ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) হয় আল্লাহর কোন ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন (দাগ) পড়ে। *(তিরমিযী, হাসান)*

এ বিষয়ে আরো হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে একটি ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ-এর হাদীস, 'একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল।' যা ১৬১ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ - ৫৫

দুনিয়াদারি ত্যাগ করার মাহাত্ম্য, দুনিয়া কামানো কম করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[يونس:٢٤]

অর্থাৎ, বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি। *(সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } [الكهف : ٤٥-٤٦]

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। *(সূরা কাহফ ৪৫-৪৬ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

{ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ } [الحديد : ٢٠]

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآبِ } [آل عمران : ١٤]

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(আলে ইমরান ১৪)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الْدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ} [فاطر : ٥]

অর্থাৎ, হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। *(সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন,

{ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ } [التكاثر : ١-٥]

অর্থাৎ, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)। *(সূরা তাকাযুর ১-৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا هذِهِ الحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }

অর্থাৎ, এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। *(সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত)*

এ মর্মে প্রচুর আয়াত রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত। তার মধ্যে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছি ঃ-

عَن عَمرِو بنِ عَوفٍ الأنصَارِي ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيدَةَ بـــنَ الجَـــرَّاحِ ﷺ إِلَـــى الْبَحْرَيْنِ يَأتِي بِجزْيَتِهَا ، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، انْصَرَفَ ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُـــولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: ((أَظُنُّكُمْ سَمِعتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْـــرَيْنِ ؟)) فَقَـــالُوا : أَجَل ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : ((أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَـــا تَنَافَـــسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৪৬১। আম্‌র ইবনে আউফ আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্রাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, আমার মনে হয়, তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তা শুনেছ। তারা বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র আসবে আমি এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ : ((إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৪৬২। আবূ সাইদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের উপর যার আশঙ্কা করছি তা হল এই যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)). رواه مسلم

৩/৪৬৩। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতের ব্যাপারে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ الآخِرَةِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৪৬৪। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ : فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৪৬৫। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে (সঙ্গে যায়)। দাফনের পর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল। দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤساً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللهِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)). رواه مسلم

৬/৪৬৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে? সে বলবে, না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু! আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

একবার) চুবানোর পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে? সে বলবে, না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি। *(মুসলিম)*

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّاد ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي اليَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ)). رواه مسلم

৭/৪৬৭। মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। *(মুসলিম)*

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّت ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بأُذُنِه ، ثُمَّ قَالَ : ((أَيُّكُم يُحِبُّ أنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بدرْهَم ؟)) فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِه ؟ ثُمَّ قَالَ : ((أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟)) قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً ، إِنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ ! فَقَالَ : ((فوَاللهِ للدُّنْيَا أهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ)). رواه مسلم

৮/৪৬৮। জাবের ﷺ বর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ক্ষুদ্র কর্ণবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে? তাঁরা বললেন, আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমরা এটা নিয়ে করবই বা কি? তিনি বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে, (বিনামূল্যে) এটা তোমাদের হোক? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারণে দোষযুক্ত ছিল। এখন তো সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্টতর। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي ﷺ فِي حَرَّةٍ بالمَدِينَة، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فقال: ((يَا أَبَا ذَرٍّ)) قُلتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : ((مَا يَسُرُّنِي أنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَباً تَمْضِي عَلَيَّ ثَلاَثَةُ أيّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلاَّ أنْ أقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا)) عَن يَمِينِه وَعَن شِمَالِه وَمِنْ خَلْفِه ، ثُمَّ سَارَ ، فَقَالَ : ((إنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بالمَالِ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا)) عَن يَمِينِه وَعَن شِمَالِه وَمِنْ خَلْفِه ((وَقَلِيلٌ مَاهُمُ)) . ثُمَّ قَالَ لِي : ((مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ)) ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَمِعْتُ صَوتاً ، قَدِ ارْتَفَع ، فَتَخَوَّفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَأَرَدْتُ أنْ آتِيَه فَذَكَرتُ قَوْلَه : ((لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ)) فَلَم أبْرَحْ حَتَّى أتَانِي ، فَقُلْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوتاً تَخَوَّفْتُ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : ((وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟)) قُلتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ((ذَاكَ جِبرِيلُ أتَانِي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ)) ، قلت : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري

৮/৪৬৯। আবূ যার্র ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) নবী ﷺ-এর সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, হে আবূ যার্র! এতে আমি খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হতে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য তা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব।

অতঃপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এ রকম লোকের সংখ্যা নেহাতই কম।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি এখানে বসে থাক যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি। এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমি এক জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম যে, কোন শত্রু হয়তো নবী ﷺ-এর সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মরণ হল- "তুমি এখানে বসে থাক যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" সুতরাং আমি তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) আমি বললাম, আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম। সুতরাং যা শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তুমি শব্দ শুনেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তিনি জিব্রাঈল ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, "আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি? তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً ، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৪৭০। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলি।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِي : ((إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ)) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১১/৪৭১। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না। *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*

বুখারীর বর্ণনায় আছে, তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)). رواه البخاري

১২/৪৭২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إِمَّا إِزارٌ ، وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري

১৩/৪৭৩। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (দু'টি বস্ত্রই -এক সঙ্গে কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ)). رواه مسلم

১৪/৪৭৪। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ ، فَقَالَ : ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبِيلٍ)) . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري

১৫/৪৭৫। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার ﷺ বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমরা সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। *(বুখারী)*

قَالُوا فِي شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ مَعنَاهُ : لاَ تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلاَ تَتَّخِذْهَا وَطَناً ، وَلاَ تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا ، وَلاَ بِالاعْتِنَاءِ بِهَا ، وَلاَ تَتَعَلَّقْ مِنْهَا إِلاَّ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ ، وَلاَ تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لاَ يَشْتَغِلُ بِهِ الغَرِيبُ الَّذِي يُرِيدُ الذَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

* এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না। মনে মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা।

وَعَن أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ، فَقَالَ : ((ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ)). حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة

১৬/৪৭৬। আবুল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে। তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকেদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে। *(ইবনে মাজাহ প্রমুখ, হাসান সূত্রে, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৪নং)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم

১৭/৪৭৭। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না। *(মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১৮/৪৭৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলল্লাহ ﷺ এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন যে, তখন একটা প্রাণী খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ঘরে ছিল না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। কিন্তু যখন একদিন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মেপে নিলাম, সেদিনই তা শেষ হয়ে গেল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ أَخي جُوَيْرِيَّةَ بنت الحَارِثِ أُمِّ المُؤْمنينَ ، رَضيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِه دِينَاراً ، وَلاَ دِرْهَماً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ أَمَةً ، وَلاَ شَيْئاً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ الَّتي كَانَ يَرْكَبُهَا ، وَسِلاَحَهُ ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . رواه البخاري

১৯/৪৭৯। উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেসের ভাই আম্র ইবনে হারেস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার, দিরহাম, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং কোন জিনিসই ছেড়ে যাননি। তবে তিনি ঐ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ করে গেছেন। *(বুখারী)*

وَعَن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ ﷺ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً ، مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ ﷺ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُد ، وَتَرَكَ نَمِرَةً ، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ، بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ ، بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدُبُهَا . متفقٌ عَلَيْه

২০/৪৮০। খাব্বাব ইবনে আরাত্ ﷺ বলেন, আমরা আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের কেউ এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন। এর মধ্যে মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ; তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন এবং শুধুমাত্র একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, "তা দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস বিছিয়ে দাও।" আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعدي ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)). رواه الترمذي وقال: ((حديث حسن صحيح))

২১/৪৮১। সাহল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً)) رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسنٌ))

২২/৪৮২। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শোনো! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যিক্‌র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইল্‌ম নয়। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديثٌ حسنٌ))

২৩/৪৮৩। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জমি-জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায় বিভোর হয়ে পড়ো না। কেননা, (তাহলে) দুনিয়ার প্রতি তোমরা আসক্ত হয়ে পড়বে। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصّاً لَنَا ، فَقَالَ : ((مَا هَذَا ؟)) فَقُلْنَا : قَدْ وَهَى ، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ : ((مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ)) . رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم ، وقال الترمذي : ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ))

২৪/৪৮৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, এটা কি? আমরা বললাম, কুঁড়ে ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি। তিনি বললেন, আমি ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতে ও নিকটবর্তী ভাবছি। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে)*

وَعَن كَعبِ بنِ عِيَاضٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وفِتْنَةُ أُمَّتِي : المَالُ)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديثٌ حسنٌ صحيحٌ))

২৫/৪৮৫। কা'ব ইবনে ইয়ায ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি; প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে এবং আমার উম্মতের ফিত্‌না হচ্ছে মাল। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)*

২৬/৪৮৬। এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১০৬৩নং)

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ ﷺ ، أنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } قَالَ: ((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي ، مالي ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟!)) رواه مسلم

২৭/৪৮৭। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, এমতাবস্থায় যে, তিনি 'আলহাকুমুত তাকা-ষুর' অর্থাৎ, প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। *(সূরা তাকাষুর)* পড়ছিলেন। তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, যা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছ অথবা যা তুমি পরিধান করে পুরাতন করে দিয়েছ অথবা সাদকাহ করে (পরকালের জন্য) জমা রেখেছ। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : ((انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ؟)) قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثَلاَثَ مَرَّات ، فَقَالَ : ((إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً ، فإنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ)). رواه الترمذي، وقال : ((حديث حسن)) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৮/৪৮৮। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ তা চিন্তা করে বল। সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালোবাসি। এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি বললেন, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালোবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র তার নিকট আগমন করবে। *(তিরমিযী, হাসান, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২৭নং)*

وَعَن كَعب بن مَالك ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ)). رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

২৯/৪৮৯। কা'ব ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক। *(তিরমিযী)*

وَعَن عَبد الله بن مَسعُود ﷺ ، قَالَ : نَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حَصِيرٍ ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً . فَقَالَ : ((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)) رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৩০/৪৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা চাটাই-এর উপর শুলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়) তাহলে আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ সওয়ারের মত যে (ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল। পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করল এবং ঐ গাছটি ছেড়ে দিল। *(তিরমিযী, হাসান-সহীহ)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسمِئَةِ عَامٍ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

৩১/৪৯১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গরীব মু'মিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(তিরমিযী, সহীহ)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بنِ الْحُصَيْنِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩২/৪৯২। ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩৩/৪৯৩। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসকে ইমরান ইবনে হুস্বাইন ﷺ থেকেও বর্ণনা করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أُسَامَةَ بن زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ ، غَيْرَ أنَّ أصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِم إِلَى النَّارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩৪/৪৯৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি বেহেশ্তের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম সেখানে অধিকাংশ নিঃস্ব লোক রয়েছে। আর ধনবানরা তখনো (হিসাবের জন্য) অবরুদ্ধ রয়েছে। অথচ দোযখীদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৩৫/৪৯৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবির) কথা, (তিনি বলেছেন,) 'শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।' *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৫৬

উপবাস, রুক্ষ ও নীরস জীবন যাপন করা, পানাহার ও পোশাক ইত্যাদি মনোরঞ্জনমূলক বস্তুতে অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বর্জন করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً } [مريم : ٥٩-٦٠]

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯-৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً }

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না। *(সূরা কাস্বাস ৭৯-৮০ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

{ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } [التكاثر : ٨]

অর্থাৎ, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা তাকাষুর ৮)*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً } [الإسراء : ١٨]

অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১৮ আয়াত)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ .

১/৪৯৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজন তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত দু'দিন যবের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি।

وَعَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ، يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ ، ثُمَّ الهِلاَلِ : ثَلاَثَةُ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ. قُلْتُ : يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَت : الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৪৯৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একবার) উরওয়াহ ﷺ-কে বললেন, হে ভগিনীপুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গৃহসমূহে (রান্নার) জন্য আগুন জ্বালানো হত না। উরওয়াহ বলেন, খালা! তাহলে আপনারা কি খেয়ে জীবন কাটাতেন? তিনি বললেন, কালো দু'টো জিনিস দিয়ে। অর্থাৎ, শুকনো খেজুর আর পানিই (আমাদের খাদ্য হত)। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসারী সাহাবীর দুগ্ধবতী উঁট ও ছাগল ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ পাঠতেন, তখন তিনি আমাদেরকে তা পান করাতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَومٍ بَيْنَ أَيديهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يأْكُلَ . وَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ . رواه البخاري

৩/৪৯৮। আবূ সাঈদ মাক্বুরী বলেন, একদা আবূ হুরাইরাহ ﷺ একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল। তিনি খেতে রাজী হলেন না এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দিন যবের রুটিও পেট পুরে খাননি। *(বুখারী)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : لَمْ يَأكُلِ النَّبيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ ، وَمَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ . رواه البخاري . وفي رواية لَهُ : وَلاَ رَأى شَاةً سَمِيطاً بعَيْنِه قَطُّ .

৪/৪৯৯। আনাস ইবনে মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ কখনো (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি[১] এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, আর তিনি কখনোও ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেননি। *(বুখারী)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم

৫/৫০০। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না। *(মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : مَا رَأى رَسُول اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبضَهُ اللهُ تَعَالَى . فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهدِ رَسُول اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ : مَا رَأى رَسُول اللهِ ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبضَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : كُنَّا نَطحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ . رواه البخاري

৬/৫০১। সাহল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছেন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) ময়দা দেখেননি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠানোর পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি আটা চালার চালুনি দেখেননি। তাঁকে বলা হল, তাহলে আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খমীর বানাতাম। *(বুখারী)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُول اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، فَقَالَ: ((مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُما هَذِهِ السَّاعَةَ ؟)) قَالاَ : الجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : ((وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما ، قُومَا)) ، فقَامَا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ ، قَالَت : مَرْحَبَاً وَأهلاً .فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ

(১) অবশ্য অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি ঐ শ্রেণীর উঁচু স্থানে রেখে খাবার খেতেন। সুতরাং ঐভাবে খাওয়া অবৈধ নয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﷺ :((أَيْنَ فُلاَنٌ ؟)) قَالَت : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنِّي ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ : كُلُوا ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ)) فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ العِذْقِ وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ)). رواه مسلم

৭/৫০২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একদিন অথবা কোন এক রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি বললেন, এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমিও সেই কারণে বাড়ি থেকে বের হয়েছি, যে কারণে তোমরা বের হয়েছ। তোমরা ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল)। অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর বাড়ী এলেন। আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। যখন তাঁর স্ত্রী নবী ﷺ-কে দেখলেন তখন অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, অমুক (আনসারী) কোথায়? তিনি বললেন, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। এর মধ্যে আনসারী এসে গেলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীদ্বয়কে দেখে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই। অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং পাকা (টাটকা) খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, আপনারা খান এবং তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, দুধালো ছাগল জবাই করো না। অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন। তাঁরা ছাগলের (মাংস) খেলেন, ঐ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। তারপর তাঁরা যখন (পানাহার ক'রে) পরিতৃপ্ত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ ক'রে নিজেদের (বাড়ী) ফিরে যাচ্ছ। *(মুসলিম)*

উক্ত আনসারীর নাম ছিল ঃ আবুল হাইষাম তাইয়িহান; যেমন তিরমিযীতে আছে। আর উক্ত জিজ্ঞাসাবাদ গণনার উদ্দেশ্যে করা হবে, ধমকি বা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

وَعَن خَالِد بن عُمَيْرٍ العَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَميراً عَلَى البَصْرَة، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لاَ يُدْرِكُ لَهَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قَعْراً ، وَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا ، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيراً . رواه مسلم

৮/৫০৩। খালেদ ইবনে উমাইর আদাবী ﷺ বলেন, একদা বাসরার গভর্নর উত্‌বাহ ইবনে গাযওয়ান খুতবাহ দিলেন। তিনি (খুতবায় সর্বপ্রথমে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, আম্মা বাদ! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে এবং সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগতিতে পলায়মান আছে। এখন তার (বয়স) পাত্রের তলায় অবশিষ্ট পানীয়র মত বাকী রয়ে গেছে, যা পাত্রের মালিক (সবশেষে) পান করে। (আর তোমরা এ দুনিয়া থেকে এমন (পরকালের) গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করছ যার ক্ষয় নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের সামনের উত্তম জিনিস নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর। কারণ, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, জাহান্নামের উপর কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ওর মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে, তবুও তা তার গভীরতায় (শেষ প্রান্তে) পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! জাহান্নামকে (মানুষ দিয়ে) পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে। তোমরা এটা আশ্চর্য মনে করছ? আর আমাদেরকে এও জানানো হয়েছে যে, জান্নাতের দুয়ারের দু'টি চৌকাঠের মধ্যভাগের দূরত্ব চল্লিশ বছরের পথ। তার উপর এমন এক দিন আসবে যে, তাতে লোকের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকবে।

আমি (ইসলাম প্রচারের শুরুতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাত জনের মধ্যে একজন ছিলাম। (তখন আমাদের এ অবস্থা ছিল যে,) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই খাবার ছিল না। এমনকি (তা খেয়ে) আমাদের কশে ঘা হয়ে গেল। (সে সময়) আমি একখানি চাদর কুড়িয়ে পেলাম, অতঃপর তা আমি দু'টুকরো করে আমার এবং সা'দ ইবনে খালেদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম। তারপর আমি তার অর্ধেকটাকে লুঙ্গী বানিয়ে পরলাম এবং সা'দও অর্ধেক লুঙ্গী বানিয়ে পরলেন। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসনকর্তা হয়ে আছে। আর আমি নিজের কাছে বড় এবং আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ ، قَالَ : أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كِسَاءً وَإِزاراً غَلِيظاً ، قَالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৫০৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) আমাদের জন্য একখানি চাদর এবং একখানি মোটা লুঙ্গী বের ক'রে বললেন, এ দু'টি (পরে থাকা অবস্থা)তেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، وَهذَا السَّمُرُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ . متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৫০৫। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করি তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, হুবলাহ গাছের পাতা ও এই বাবলা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই খাবার ছিল না। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেই ছাগলের লাদির মত মলত্যাগ করতেন; যার একটি আরেকটির সাথে মিশত না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

১১/৫০৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : وَاللهِ الَّذي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطني مِنَ الْجُوعِ . وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآني ، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((الْحَقْ)) وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : ((مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟)) قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ – أَو فُلانَةٌ – قَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي)) قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ ، لاَ يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا ، وأَشْرَكَهُمْ فِيهَا . فَسَاءَنِي ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ! كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ . وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : ((يَا أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((خُذْ فَأَعْطِهِمْ)) قَالَ : فَأَخَذْتُ القَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ ، فَقَالَ : ((أَبَا هِرٍّ)) قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ)) قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((اقْعُدْ فَاشْرَبْ)) فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ ((اشْرَبْ)) فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ : ((اشْرَبْ))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حَتَّى قُلْتُ: لاَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً ! قَالَ: ((فَأَرِنِي)) فَأَعْطَيْتُــهُ الْقَــدَحَ ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضْلَةَ . رواه البخاري

১২/৫০৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! আমি ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে কলিজা (পেট) লাগাতাম এবং পেটে পাথর বাঁধতাম। এক দিন লোকেরা যে রাস্তায় বের হয় সে রাস্তায় বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নবী ﷺ আমাকে অতিক্রম করা কালীন সময়ে দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার চেহারার অবস্থা ও মনের কথা বুঝে ফেলে বললেন, আবূ হির্র! আমি বললাম, খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আমার পিছন ধর। সুতরাং তিনি চলতে লাগলেন এবং আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি (নিজ ঘরে) প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারা আমার জন্য অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম। ঘরে এক পিয়ালা দুধ (দেখতে) পেলেন। তিনি বললেন, এ দুধ কোত্থেকে এল? তারা বলল, আপনার জন্য অমুক লোক বা মহিলা উপঢৌকন পাঠিয়েছে। তিনি বললেন, আবূ হির্র! আমি বললাম, খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আহলে সুফ্ফাদের ডেকে আন। তাঁরা ইসলামের মেহমান ছিলেন, তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না। ছিল না কোন পরিবার ও ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু। (সাদকাহ ও হাদিয়াতে তাঁদের জীবন কাটত।) তাঁর নিকট কোন সাদকাহ এলে তিনি সবটুকুই তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তা থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন এলেও তাঁদের নিকট পাঠাতেন। কিন্তু তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন এবং তাঁদেরকে তাতে শরীক করতেন। (তিনি যখন তাঁদেরকে ডাকতে বললেন,) তখন আমাকে খারাপ লাগল। আমি (মনে মনে) বললাম, এই টুকু দুধে আহলে সূফ্ফাদের কি হবে? আমিই তো বেশী হকদার যে, এই দুধ পান ক'রে একটু শক্তিশালী হতাম। কিন্তু যখন তাঁরা আসবেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তাঁদেরকে দুধ পরিবেশন করব। তারপর আমার ভাগে এই দুধের কতটুকুই বা জুটবে! অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। সুতরাং আমি তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে ডাকলাম। তাঁরা এসে প্রবেশ অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আবূ হির্র! আমি বললাম, খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, পিয়ালা নাও এবং ওদেরকে দাও। সুতরাং আমি পিয়ালাটি নিয়ে এক একজনকে দিতে লাগলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। এইভাবে পরিশেষে নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। সে পর্যন্ত তাঁদের সবাই পান ক'রে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পিয়ালাটি নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আবূ হির্র! আমি বললাম, খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, এখন বাকী আমি আর তুমি। আমি বললাম, ঠিকই বলেছেন হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, বসো এবং পান কর। আমি বসে পান করলাম। তিনি আবার বললেন, পান কর। সুতরাং আমি আবার পান

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন। পরিশেষে আমি বললাম, না। (আর পারব না।) সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর জন্য আমার পেটে আর কোন জায়গা নেই! অতঃপর তিনি বললেন, কৈ আমাকে দেখাও। সুতরাং আমি তাঁকে পিয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। *(বুখারী)*

وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِينَ ، عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُني وَإِنِّي لأَخرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عائشَةَ رضي الله عنها مَغْشِيّاً عَلَيَّ ، فَيَجِيءُ الجَائي ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي ، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُون ، مَا بِي إِلاَّ الْجُوعُ . رواه البخاري

১৩/৫০৮। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)র কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায়) বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। অতঃপর আগন্তুক আসত এবং আমাকে পাগল মনে করে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত, অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামি ছিল না। কেবলমাত্র ক্ষুধা ছিল। (যার তীব্রতায় আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম।) *(বুখারী)*

وَعَن عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي فِي ثَلاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِير . متفق عَلَيْه

১৪/৫০৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বর্ম ত্রিশ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى)) وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبيَات. رواه البخاري

১৫/৫১০। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী ﷺ-এর কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। আমি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না। (আনাস ﷺ বলেন) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন। *(বুখারী)*

وَ عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّة ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْه رِدَاءٌ : إِمَّا إِزارٌ ، وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِي أعنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْن، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِه كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري

১৬/৫১১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (দু'টি বস্ত্রই -এক সঙ্গে কারো কাছে ছিল না) তারা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়। *(বুখারী)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَت: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ. رواه البخاري

১৭/৫১২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا أَخَا الأَنْصَارِ ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟)) فَقَالَ : صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟)) فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم

১৮/৫১৩। ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। অতঃপর আনসারী ফিরে যেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসারের ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে? তিনি বললেন, ভাল আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা'দকে) দেখতে যাবে? সুতরাং তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম আর আমরা দশের কিছু বেশী ছিলাম। **আমাদের দেহে জুতো, মোজা, টুপী এবং জামা কিছুই ছিল না।** আমরা ঐ পাথুরে যমিনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা'দ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তার নিকটবর্তী হলেন। *(মুসলিম)*

وَعَن عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). قَالَ عِمْرَانُ : فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاَثاً ((ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ)). متفقٌ عَلَيْه

১৯/৫১৪। ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।" ইমরান বলেন, নবী ﷺ তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই। "অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَأَنْ تُمسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ، ولاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدأ بِمَنْ تَعُـولُ)). رواه الترمـذي ، وقـال : ((حديث حسن صحيح))

২০/৫১৫। আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আদম সন্তান! উদ্বৃত্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর দরকার মত মালে নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ مِحْصَنٍ الأَنصَارِيِّ الخَطمِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَـنْ أَصْـبَحَ مِنْكُمْ آمناً في سِربِه ، مُعَافىً في جَسَدِه ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِه ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

২১/৫১৬। উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহস্বান আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে। *(তিরমিযী, হাসান)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((قَدْ أَفْلَحَ مَـنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

২২/৫১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي مُحَمَّدٍ فَضَالَة بنِ عُبَيدٍ الأنصاريِّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : ((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

২৩/৫১৮। আবূ মুহাম্মাদ ফাযালা ইবনে উবাইদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে। *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبزَ الشَّعِيرِ. رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح))

২৪/৫১৯। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন এবং পরিবার-পরিজনরা রাতের খাবার পেতেন না। আর তাদের অধিকাংশ রুটি হত যবের। *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَـامَتِهِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ ـــ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ ـــ حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ : هؤُلاَءِ مَجَـانِينُ . فَـإِذَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

صلَّى رَسُول الله ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

২৫/৫২০। ফাযালাহ ইবনে উবাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকেদের নামায পড়াতেন তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফ্ফাহ। এমনকি মরুবাসী বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন বললেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দারিদ্র পছন্দ করতে। *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَبي كَرِيمَةَ المقدَام بن مَعد يكَرِبَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : ((مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فإنْ كَانَ لاَ مَحالَةَ فَثُلُثٌ لطَعَامِه، وَثُلُثٌ لشَرابِه ، وَثُلُثٌ لنَفَسِه)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

২৬/৫২১। আবূ কারীমা মিক্বদাদ ইবনে মা'দীকারিব ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি কোন মানুষ এমন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি যা পেট চাইতে মন্দ। মানুষের জন্য তার মেরুদন্ড সোজা (শক্ত) রাখার জন্য কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট। যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়র জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن أَبي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الحَارِثِي ﷺ ، قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَوماً عِنْدَهُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ ، إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ)) يَعْنِي : التَّقَحُّلَ . رواهُ أَبو داود

২৭/৫২২। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে যা'লাবাহ আনসারী হারেষী ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়ার কথা আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাও না? আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ। আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ।" অর্থাৎ বিলাসহীনতা। *(আবূ দাউদ)*

البذاذة হল সাদাসিধা বেশভূষা ব্যবহার করা এবং জাঁকজমক তথা আড়ম্বরপূর্ণ লেবাস বর্জন করা। আর التقحل হল শৌখিনতা ও বিলাসিতা বর্জন করার সাথে রুক্ষ-শুষ্ক দেহ অবলম্বন করা। (এ উভয়ই মু'মিনের গুণ।)

وَعَن أَبي عَبد الله جَابِر بن عَبد الله رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ﷺ ، نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْشٍ ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبو عُبيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَقِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ : نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِي ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الخَبَطَ ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالماءِ فَنَأْكُلُهُ . قَالَ : وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا ، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً ، وَنَحْنُ ثَلاَثُمِئَةٍ حَتَّى سَمِنَّا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِن وَقْبِ عَيْنِهِ بِالقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: ((هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟)) فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ . رواه مسلم

২৮/৫২৩। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (এক অভিযানে) পাঠালেন এবং আবূ উবাইদাহ ﷺ-কে আমাদের নেতা বানালেন। (আমাদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল,) আমরা যেন কুরাইশের এক কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করি। তিনি আমাদেরকে পাথেয় স্বরূপ এক থলি খেজুর দিলেন। আমাদেরকে দেওয়ার মত এ ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সুতরাং আবূ উবাইদাহ ﷺ আমাদেরকে একটি একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনারা সেটা দিয়ে কি করতেন? তিনি বললেন, আমরা তা বাচ্চার চুষার মত চুষতাম, তারপর পানি পান করতাম। সুতরাং এটা আমাদের জন্য সারাদিন রাত পর্যন্ত যথেষ্ট হত। আর আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা ঝরাতাম, তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

আমরা (একবার) সমুদ্র উপকূলে পথ চলছিলাম, অতঃপর সমুদ্রতীরে বালির বড় ঢিবির মত একটি জিনিস দেখতে পেলাম। এরপর তার কাছাকাছি এসে দেখলাম যে, একটা বড় জন্তু, যাকে আম্বার (মাছ) বলা হয়। আবূ উবাইদাহ বললেন, এটা তো মৃত (ফলে তা আমাদের জন্য অবৈধ)। পুনরায় তিনি বললেন, না (অবৈধ নয়) বরং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত এবং আল্লাহর পথে (বের হয়েছি) আর তোমরা (এখন) নিরুপায়, সেহেতু খাও।

সুতরাং আমরা তিনশ'জন লোক একমাস তারই দ্বারা জীবনধারণ করলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা মোটা হয়ে গেলাম। আমরা ঐ জন্তুর চোখের গর্ত থেকে ঘড়া ঘড়া তেল বের করতাম এবং বলদের মত মাংসের ফালি কাটতাম। একদা আবূ উবাইদাহ ﷺ আমাদের মধ্য হতে তেরো জনকে নিয়ে ঐ মাছের একটি চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। আর তার পাঁজরের একখানি হাড় নিয়ে দাঁড় করলেন। অতঃপর তিনি আমাদের সব চেয়ে বড় উঁটটার উপর হাওদা চাপিয়ে তার নীচে দিয়ে পার করে দিলেন। আমরা তার মাংস ফালি পাথেয় স্বরূপ সাথে নিলাম। অতঃপর যখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে ঐ মাছের কথা আলোচনা করলাম তখন তিনি বললেন, তা জীবিকা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য বের করেছিলেন। আমাদেরকে খাওয়ানোর মত তোমাদের কাছে তার কিছু মাংস আছে কি? (এ কথা শুনে) আমরা তাঁর নিকট কিছু মাংস পাঠালাম, সুতরাং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। *(মুসলিম)*

২৯/৫২৪। এ স্থলে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২৪৫৮নং)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ . فَقَالَ : ((أَنَا نَازِلٌ)) ثُمَّ قَامَ ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ المِعْوَلَ ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ أَو أَهْيَمَ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ ، فَقُلتُ لامْرَأَتِي : رَأَيْتُ بالنَّبِيِّ ﷺ شَيئاً مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَت : عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَالعَجِينُ قَد انْكَسَرَ ، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فَقُلتُ : طُعَيِّمٌ لِي ، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ ، قَالَ : ((كَمْ هُوَ)) ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ : ((كَثِيرٌ طَيِّبٌ قُل لَهَا لاَ تَنْزِعِ البُرْمَةَ ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِحَتَّى آتِي)) فَقَالَ : ((قُومُوا))، فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلتُ : وَيْحَكِ قَدْ جَاءَ النبِيُّ ﷺ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَمَن مَعَهُمْ ! قَالَت : هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ((ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا)) فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَبَقِيَ مِنْهُ ، فَقَالَ : ((كُلِي هَذَا وَأَهْدِي ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ)). متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٍ : لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصاً ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي ، فَقُلتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَت : لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا ، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((يَا أَهلَ الخَنْدَقِ : إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّهَلاً بِكُمْ)) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ)) فَجِئْتُ ، وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي ، فَقَالَتْ : بِكَ وَبِكَ ! فَقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ . فَأَخْرَجَتْ عَجِيناً ، فَبَسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ((ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ ، وَلاَ تُنْزِلُوهَا)) وَهُم أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

৩০/৫২৫। জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম। সেই সময় এক খন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে এলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, খন্দকের মধ্যে এক খন্ড পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাঙ্গতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। সে সময়ে তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও অনাহারে ছিলাম; তিনদিন কোন কিছুই খাইনি। নবী ﷺ (এসে) একটি গাঁইতি হাতে নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালুকা রাশিতে পরিণত হল। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী ﷺ-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার নিকট কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে।

সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম এবং সে যব পিষে দিল। অতঃপর গোশ্ত ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। সে সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার ঝিঁকের উপর ছিল ও গোশ্ত প্রায় রান্না হয়ে এসেছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। ফলে একজন বা দুজন সাথে নিয়ে আপনি উঠে আসুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তাঁর নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, অনেক এবং উত্তম আছে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে। তারপর (সকলের উদ্দেশ্যে) তিনি বললেন, তোমরা উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে।) মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী ﷺ তো মুহাজির, আনসার এবং তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবেরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। (স্ত্রী বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। জাবের বলেন, তখন আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হল। আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ।) তারপর নবী ﷺ উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমারা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে তার উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি ও চুলা ঢেকে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন এতে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে উপহার দাও। কেননা, লোকেদেরকে ক্ষুধা পেয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবের ﷺ বলেন, যখন পরিখা খনন করা হল তখন আমি নবী ﷺ-কে ভুখা দেখলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, তোমার নিকট কোন (খাবার) জিনিস আছে কি? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত দেখলাম। সুতরাং সে একটি চামড়ার থলি বের করল, যাতে এক সা' (আড়াই কিলো পরিমাণ) যব ছিল। আর আমাদের নিকট একটি গৃহপালিত ছাগলের বাচ্চা ছিল। আমি তা জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষল। আমার (মাংস বানানোর কাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত) সেও যব পিষার কাজ সেরে নিল। পুনরায় আমি মাংস টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যেতে লাগলাম। সে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কাছে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। সুতরাং আমি তাঁর নিকট এলাম এবং চুপি চুপি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি ছাগল জবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যব পিষেছে। সুতরাং আপনি আসুন এবং আপনার সাথে কিছু লোক। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিৎকার করে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবের খাবার তৈরী করেছে, তোমরা এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, যে পর্যন্ত আমি না আসি সে পর্যন্ত তুমি চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না এবং আটার রুটি তৈরী করবে না। অতঃপর আমি এলাম এবং নবী ﷺও এলেন। তিনি লোকেদের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। পরিশেষে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এলাম (এবং তাকে সকলের আসার সংবাদ দিলাম) সে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। আমি বললাম, (এতে আমার দোষ কি?) আমি তো তা-ই করেছি যা তুমি আমাকে বলেছিলে। (যাই হোক) সে খমীর বের করে দিল। তিনি তাতে থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। তারপর তিনি আমাদের ডেকচির নিকট গিয়ে তাতেও থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। আর তিনি (আমার স্ত্রীকে) বললেন, একজন মহিলা ডাকো; সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করুক এবং তুমি ডেচকি থেকে (মাংস) পাত্রে দিতে থাক, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে না।

তাঁরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন। জাবের বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, সকলেই খাবার খেলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর আমাদের ডেকচি আগের মত ফুটতেই থাকল এবং আমাদের আটা থেকে রুটি প্রস্তুত হতেই রইল।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيمٍ : قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفاً أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا ، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَهَبتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟)) فَقُلتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ((أَلِطَعَامٍ ؟)) فَقُلتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قُومُوا)) فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ)) فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : ((ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ)) فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ((ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ)) فأذِنَ لَهُم حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَو ثَمَانُونَ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشرَةٌ ، وَيخرجُ عَشرَةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ ، فَأَكَلَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أَكَلُوا مِنْهَا .

وفي رواية : فَأَكَلُوا عَشرَةً عَشرةً ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِ ، وَتَرَكُوا سُؤْراً .

وفي رواية : ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جِيرَانَهُمْ .

وفي رواية عن أنس ، قَالَ : جِئتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يوماً ، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ ، بِعِصَابَةٍ ، فَقُلتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ ؟ فَقَالُوا : مِنَ الجُوعِ ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، فَقُلتُ : يَا أَبَتَاهُ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : من الجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَيءٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ

৩১/৫২৬। আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, (একদা আমার সৎবাপ) আবূ ত্বালহা (আমার মা) উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমার নিকট কিছু আছে কি? উম্মে সুলাইম বললেন, হ্যাঁ, এ বলে তিনি কিছু যবের রুটি তার ওড়নার এক অংশ দিয়ে বেঁধে গোপনে আমার হাতে গুজে দিলেন আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে আবূ ত্বালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, কোন খাবারের জন্য নাকি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (সাথীদেরকে) বললেন, ওঠ। সুতরাং তাঁরা রওনা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম এবং আবূ ত্বালহার নিকট এসে খবর জানালাম। তখন আবূ ত্বালহা বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোক নিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের নিকট সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য সামগ্রী নেই (এখন কি করা যায়)? উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। অতঃপর আবূ তালহা (আগে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এবং উভয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। সুতরাং তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলিকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তার উপর উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঢেলে তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় কি কি বলে (ফুঁক) দিলেন। তারপর বললেন, দশজনকে আসতে বল। তখন দশজনকে আসতে বলা হল। তারা এসে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, আরো দশজনকে আসতে বল। তখন আরও দশজন এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, আরো দশজনকে আসতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বল। এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০ কিংবা ৮০ জন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দশজন করে প্রবেশ করতে এবং বের হতে থাকল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বাকী রইল না, যে প্রবেশ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়নি। অতঃপর ঐ খাবার জমা করে দেখা গেল যে, খাওয়ার আগের মতই বাকী রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা দশ দশজন করে খাবার খেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ৮০ জন লোককে তিনি খাওয়ালেন। সবশেষে নবী ﷺ এবং গৃহবাসীরা খেলেন এবং তাঁরাও কিছু (খাবার) ছেড়ে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাঁরা এত খাবার অবশিষ্ট রাখলেন যে, তা প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছে দিলেন।

আরো অন্য এক বর্ণনায় আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম, তারপর দেখলাম যে, তিনি তাঁর সাথীদের সঙ্গে বসে আছেন। তখন তিনি তাঁর পেটে পট্টি বেঁধে ছিলেন। আমি তাঁর কিছু সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁর পেটে পট্টি বেঁধে আছেন। তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। অতঃপর আমি (আমার মা) উম্মে সুলাইম বিন্তে মিলহানের স্বামী আবূ ত্বালহার নিকট গেলাম এবং বললাম, আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেটে পট্টি বাঁধা অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁর কিছু সাথীকে (এর কারণ) জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধা। অতঃপর আবূ ত্বালহা আমার মায়ের নিকট গিয়ে বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? মা বললেন, হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুকরো রুটি এবং কিছু খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট একাই আসেন, তাহলে তাঁকে পরিতৃপ্ত সহকারে খাওয়াব; আর যদি তাঁর সাথে অন্য লোকও এসে যায়, তাহলে তাঁদের জন্য এ খাবার কম হয়ে যাবে। অতঃপর বাকী হাদীস পূর্বরূপ। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৫৭

অল্পে তুষ্টি, চাওয়া হতে দূরে থাকা এবং মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতার মাহাত্ম্য এবং অপ্রয়োজনে চাওয়ার নিন্দাবাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন, {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} [هود : ٦]

অর্থাৎ, আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে; তারা লোকেদের কাছে নাছোড় বান্দা হয়ে যাচ্ঞা করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان : ٦٧]

অর্থাৎ, যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্য ও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। *(সূরা ফুরকান ৬৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ}

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত)*

এ ব্যাপারে পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে অধিকাংশ হাদীস পার হয়েছে। আরো কিছু হাদীস নিম্নরূপঃ-

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الغِنَى عَن كَثرَةِ العَرَضِ ، وَلكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫২৭। আবূ-হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

২/৫২৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন। *(মুসলিম)*

وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : سألتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا حَكِيم ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشرَافِ نَفسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى)) قَالَ حَكِيم : فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدْعُو حَكِيماً لِيُعْطِيَهُ العَطَاءَ ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ . فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ، أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللهُ لَهُ فِي هَذَا الفَيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّي . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৫২৯। হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন আবার চাইলাম,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি (লোভহীন) প্রশস্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। আর সে হবে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপর হাত নিচু হাত হতে উত্তম। (দাতা গ্রহীতা হতে উত্তম।) হাকীম বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না। তারপর আবূ বাক্‌র ﷺ হাকীমকে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর উমার ﷺ তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। উমার ﷺ বললেন, হে মুসলিমগণ! হাকীমের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি তাঁর কাছে 'ফাই' থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। (সত্য সত্যই) হাকীম নবী ﷺ-এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

('ফাই' সেই মালকে বলা হয়, যা বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করে পালিয়ে যায় অথবা যা সন্ধির মাধ্যমে লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে মাল দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে জয়যুক্ত হয়ে অর্জিত হয় তাকে 'মালে গনীমত' বলা হয়।)

وَعَن أَبِي بُردَةَ ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ ، فَنقِبَت أَقدَامُنَا وَنَقِبَت قَدَمِي ، وَسَقَطَت أَظْفَارِي ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنا الخِرَقَ ، فَسُمِّيَت غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الخِرَقِ ، قَالَ أَبُو بُردَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ! قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৫৩০। আবূ বুরদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, কোন যুদ্ধে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। আমরা ছিলাম ছয়'জন। আমাদের একটি মাত্র উঁট ছিল। পর্যায়ক্রমে এক এক করে আমরা তার পিঠে আরোহন করলাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে গেল নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে 'যাতুর রিকা' (নেকড়া-ওয়ালা) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পটি বেঁধেছিলাম।

আবূ মূসা ﷺ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, 'আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না।' সম্ভবতঃ তিনি পছন্দ করতেন না যে, তাঁর কিছু আমল তিনি প্রকাশ করুন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَمرِو بنِ تَغْلِبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَّمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالاً ، وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَاماً لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِم مِنَ الغِنَى وَالخَيْرِ ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ)) قَالَ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ : فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْـرَ النَّعَم . رواه البخاري

৫/৫৩১। আম্‌র ইবনে তাগলিব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মাল অথবা যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা হল। অতঃপর তিনি তা বন্টন করলেন। তিনি কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে ছাড়লেন। তারপর তিনি খবর পেলেন যে, যাদেরকে তিনি দেননি তারা অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি (ভাষণের প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, আম্মা বা'দ! আল্লাহর কসম! আমি কাউকে দিই এবং কাউকে ছাড়ি। যাকে ছাড়ি সে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি চেয়ে উত্তম যাকে দিই। কিন্তু আমি কিছু লোককে কেবলমাত্র এই জন্য দিই যে, আমি তাদের অন্তরে অস্থিরতা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করি এবং অন্য কিছু লোককে আমি ঐ ধনবত্তা ও কল্যাণের দিকে সঁপে দিই, যা আল্লাহ তাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। তাদের মধ্যে আম্‌র ইবনে তাগলিব একজন।

আম্‌র ইবনে তাগলিব বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার বিনিময়ে লাল উঁট নেওয়াও পছন্দ করি না। *(বুখারী)*

وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِـهِ اللهُ)). متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

৬/৫৩২। হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য করে দেন। *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিমের শব্দগুচ্ছ অধিকতর সংক্ষিপ্ত)*

وَعَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفيَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُلْحِفُـوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئاً وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ)). رواه مسلم

৭/৫৩৩। আবূ আব্দুর রহমান মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফয়ান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নাছোড় বান্দা হয়ে যাচ্ঞা করো না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইবে, অতঃপর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি আমার কাছ থেকে কিছু বের হয় (কাউকে কিছু দিই), তাহলে তাতে বরকত হবে না। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَوفِ بنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِـسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : ((أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ)) وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَـا : قَـدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)) فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا ، وَقُلنَا : قَدْ بَايَعنَـاكَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَعَلامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : ((عَلَى أنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا اللهَ)) وأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً ((وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً)). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ . رواه مسلم

৮/৫৩৪। আবূ আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ৯ জন অথবা ৮ জন অথবা ৭ জন লোক ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বায়আত করবে না? (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) অথচ আমরা কিছু সময় পূর্বেই তাঁর সাথে বায়আত করে ফেলেছি। সুতরাং আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আপনার সাথে বায়আত করে ফেলেছি। পুনরায় তিনি বললেন, তোমরা কি রাসূলুল্লাহর সাথে বায়আত করবে না? সুতরাং আমরা নিজেদের হাতগুলো বিস্তার করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার সাথে বায়আত করেছি। সুতরাং এখন কোন কথার উপর আপনার সাথে বায়আত করব? তিনি বললেন, এ কথার উপর যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে। আর একটি কথা তিনি চুপিসারে বললেন, **'তোমরা লোকদের নিকট কোন কিছু চাইবে না।'** অতঃপর আমি (বায়আত গ্রহণকারীদের) মধ্যে কিছু লোককে দেখছি যে, তাঁদের মধ্যে কারো চাবুক যদি যমীনে পড়ে যেত, তাহলে তিনি কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (বরং স্বয়ং সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।) *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ)). متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৫৩৫। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তো (সে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে,) তার চেহারায় কোন মাংস টুকরা থাকবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَاليَدُ العُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৫৩৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপর আরোহণ ক'রে বললেন এবং তিনি সাদকাহ ও ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। (এই সুযোগে) তিনি বললেন, উঁচু হাত নিচু হাত চেয়ে উত্তম, আর দানকারীর হাত হচ্ছে উঁচু হাত এবং ভিক্ষাকারী হাত হচ্ছে নিচু হাত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً فإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)). رواه مسلم

১১/৫৩৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে আসলে আগুনের আঙ্গার ভিক্ষা করে থাকে। ফলে (সে এখন তা) অল্প ভিক্ষা করুক অথবা বেশী। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إلاَّ أنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطاناً أَوْ في أمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১২/৫৩৮। সামুরাহ ইবনে জুন্দুব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভিক্ষা করা এক জখম করার কাজ, তা দ্বারা মানুষ নিজ চেহারাকে জখম করে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বাদশাহর কাছে চায় অথবা নিরুপায় হয়ে চায় (তাহলে তা স্বতন্ত্র)। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ أصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأنْزَلَهَا بالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أنْزَلَهَا باللهِ ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: ((حديث حسن))

১৩/৫৩৯। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার অভাব লোকেদের নিকট প্রকাশ করে, তার অভাব দূর করা হয় না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে শীঘ্র অথবা বিলম্বে জীবিকা প্রদান করেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن ثَوبَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَكَفَّلَ لِي أنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟)) فَقُلتُ : أنَا ، فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أحَداً شَيْئاً . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১৪/৫৪০। সাওবান ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য এ কথার জামিন হবে যে, সে লোকেদের নিকট কোন কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব। আমি বললাম, আমি (এর জামিন)। সুতরাং সাওবান কারো নিকট কোন কিছু চাইতেন না। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن أَبِي بِشْرٍ قَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ ﷺ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : ((أقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا)) ثُمَّ قَالَ : ((يَا قَبِيصةُ ، إنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إلاَّ لأَحَدِ ثلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيش - أَوْ قَالَ : سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ. فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً من عَيش ، أَوْ قَالَ : سِدَاداً من عَيشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المسألَة يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ ، يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً)). رواه مسلم

১৫/৫৪১। আবূ বিশ্‌র ক্বাবীসাহ ইবনে মুখারেক ﷺ বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, "সাদকার মাল আসা পর্যন্ত তুমি অবস্থান কর। এলে তোমাকে তা দেওয়ার আদেশ করব।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে কাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়; (১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে (কারো দিয়াত বা জরিমানা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে। (২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না এসেছে। (৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অভাবী, তখন তার জন্য চাওয়া বৈধ। আর এ ছাড়া হে ক্বাবীসাহ অন্য লোকের জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া হবে।" *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ المسكينُ الَّذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلكِنَّ المسكينَ الَّذي لاَ يَجِدُ غِنىً يُغْنِيه ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْه ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْألُ النَّاسَ)). متفقٌ عَلَيْه

১৬/৫৪২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক গ্রাস ও দু'গ্রাস এবং একটি খেজুর ও দু'টি খেজুরের জন্য যে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। (আসলে) মিসকীন তো সেই, যার কাছে (অপর থেকে) অমুখাপেক্ষী হওয়ার মত মাল নেই এবং (বাহ্যতঃ) তাকে গরীবও বুঝায় না যে, তাকে সাদকাহ দেওয়া যাবে। আর সে উঠে লোকের কাছে চায়ও না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৫৮

বিনা চাওয়ায় এবং বিনা লোভ-লালসায় যে মাল পাওয়া যাবে তা নেওয়া জায়েয

عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَن أَبيه عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، عَن عَمَرَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعطِه مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْه منّي. فَقَالَ: ((خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَـذَا المَـالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ به، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتبعهُ نَفْسَكَ)) قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ اللهِ لاَ يَسألُ أحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَه. متفقٌ عَلَيْه

১/৫৪৩। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং তিনি উমার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে যখন কিছু দান করতেন তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যে বেশি অভাবী তাকে দিন। (একদা) তিনি বললেন, "তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচনাও না করে থাক, তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান করে দাও। এ ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।"

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন, 'এ কারণেই (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ করে নিতেন।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৫৯

স্বহস্তে উপার্জিত খাবার খাওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে দান করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ } [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

وَعَن أَبِي عَبدِ اللهِ الزُبَيرِ بنِ العَوَّامِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ أَحبُلَـهُ ثُمَّ يَأتِيَ الجَبَلَ ، فَيَأْتِيَ بِحُزمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)). رواه البخاري

১/৫৪৪। আবূ আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনে আওয়াম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে পাহাড় যাওয়া এবং কাঠের বোঝা পিঠে করে বয়ে আনা ও তা বিক্রি করা, যার দ্বারা আল্লাহ তার চেহারাকে (অপমান থেকে) বাঁচান, লোকেদের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম; চাহে তারা তাকে দিক বা না দিক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْـرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৪৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল। চাহে সে দিক বা না দিক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((كَانَ دَاوُدُ عليه السلام لا يَأكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِه)). رواه البخاري

৩/৫৪৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দাঊদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া খেতেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((كَانَ زَكَرِيّا عليه السلام نَجَّاراً)). رواه مسلم

৪/৫৪৭। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যাকারিয়া عليه السلام ছুতোর (কাঠ-মিস্ত্রী) ছিলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنِ المِقدَامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِـنْ أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه)). رواه البخاري

৪/৫৪৮। মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লার নবী দাউদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৬০

দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ : ٣٩]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة : ٢٧٢]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত)*

وعن ابن مسعود ﷺ ، عن النبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لا حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)) متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৪৯। ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* হাদীসের অর্থ হল, উক্ত দুই প্রকার মানুষ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়।

وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَيُّكُم مَالُ وَارِثِه أحبُّ إِلَيْه مِنْ مَاله ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْه . قَالَ : ((فإنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِه مَا أَخَّرَ)). رواه البخاري

২/৫৫০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারেসের সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে? তাঁরা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি কেউ নেই, যে তার নিজের সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তাই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর এ ছাড়া যে মাল বাকী থাকবে, তা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হল ওয়ারেসের মাল। *(বুখারী)*

عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ النَّبِيّ ﷺ ، يَقُولُ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)). مُتَّفَقٌ عليه

৩/৫৫১। আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়! *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن جَابرٍ ﷺ ، قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ ، فَقَالَ : لاَ . متفقٌ عَلَيْه

৪/৫৫২। জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয়নি, যা জবাব দিয়ে তিনি 'না' বলেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبَادُ فيه إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً)). متفقٌ عَلَيْه

৫/৫৫৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দুজন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أنفِق يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ)). متفقٌ عَلَيْه

৬/৫৫৪। উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি (অভাবীকে) দান কর, আল্লাহ তোমাকে দান করবেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أيُّ الإِسلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). متفقٌ عَلَيْه

৭/৫৫৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً : أَعْلاَهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا ؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ)). رواه البخاري

৮/৫৫৬। উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আমল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। *(বুখারী, ১৪২ নম্বরেও গত হয়েছে।)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلاَنَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ أن تَبْذُلَ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأن تُمْسِكَه شَرٌّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَاليَدُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). رواه مسلم

৯/৫৫৭। আবূ উমামাহ সুদাই বিন আজলান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর প্রয়োজন মত মালে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। আর উপরের (উপুড়) হাত নিচের (চিৎ) হাত অপেক্ষা উত্তম। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ ، أَسْلِمُوا فإِنَّ مُحَمَّداً يُعطِي عَطَاءَ مَن لاَ يَخْشَى الفَقْر ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا ، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم

১০/৫৫৮। আনাস ﷺ বলেন, ইসলামের স্বার্থে (অর্থাৎ নও মুসলিমের পক্ষ থেকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা চাওয়া হত, তিনি তা-ই দিতেন। (একবার) তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলের সমস্ত বকরীগুলো দিয়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মাদ ঐ ব্যক্তির মত দান করেন, যার দরিদ্রতার ভয় নেই। যদিও কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইসলাম তার নিকট দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে প্রিয় হয়ে যেত। *(মুসলিম)*

وَعَن عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْماً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَغَيْرُ هؤلاَءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسأَلُونِي بِالفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ)). رواه مسلم

১১/৫৫৯। উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাল বন্টন করলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের বেশি হকদার ছিল। তিনি বললেন, এরা আমাকে দু'টি কথার মধ্যে একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। হয় তারা আমার নিকট অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য করে তাদেরকে দিতে হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি কৃপণ নই। *(মুসলিম)*

وَعَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْن ، فَعَلقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ ، فَخَطفَت رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَعْطُونِي رِدَائِي ، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَماً ، لَقَسَمْتُهُ بَينَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذّاباً وَلاَ جَبَاناً)). رواه البخاري

১২/৫৬০। জুবাইর ইবনে মুত্বইম ﷺ বলেন, তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় ক'রে চাইতে আরম্ভ করল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য ক'রে একটি বাবলা গাছের কাছে নিয়ে গেল। যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ থেমে গেলেন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এবং বললেন, তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও। যদি আমার নিকট এসব (অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উঁট থাকত, তাহলে আমি তা তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ - عز وجل -)). رواه مسلم

১৩/৫৬১। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাদকাহ করলে মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা (ক্ষমাকারীর) সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য বিনয়ী হলে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল তাকে উচ্চ করেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي كَبشَةَ عَمرِو بنِ سَعد الأَنمَارِي ﷺ: أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَة ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزّاً ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقرٍ)) - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - ((وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ))، قَالَ : ((إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهَذَا بِأَفضَلِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً ، فَهُوَ يَخبطُ فِي مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ، لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

১৪/৫৬২। আবূ কাবশাহ আম্র ইবনে সা'দ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আমি তিনটি জিনিসের ব্যাপারে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো (১) কোন বান্দার মাল সাদকাহ করলে কমে যায় না। (২) কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার উপর ধৈর্য-ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, আর (৩) কোন বান্দা যাচ্ঞার দুয়ার উদ্‌ঘাটন করলে আল্লাহ তার জন্য দরিদ্রতার দরজা উদ্‌ঘাটন করে দেন।" অথবা এই রকম অন্য শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন।

"আর তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো।" তিনি বললেন, "দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে; (১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান। (৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর (৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান। *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟)) قَالَت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها. قَالَ: ((بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث صحيح))

১৫/৫৬৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত, একদা তাঁরা একটি ছাগল জবাই করলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, ছাগলটির কতটা (মাংস) অবশিষ্ট আছে? (আয়েশা) বললেন, কেবলমাত্র কাঁধের মাংস ছাড়া তার কিছুই বাকী নেই। তিনি বললেন, (বরং) কাঁধের মাংস ছাড়া সবটাই বাকী আছে। *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

* অর্থাৎ, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, তার সবটুকু মাংসই সাদকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র কাঁধের মাংস বাকী রয়ে গেছে। উত্তরে তিনি বললেন, কাঁধের মাংস ছাড়া সবই আখেরাতে আমাদের জন্য বাকী আছে। (আসলে যা দান করা হয়, তাই বাকী থাকে।)

وَعَن أَسْمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَت : قَالَ لِـي رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ)). وَفِي رِوَايَةٍ : ((أنفقي أَوِ انْفَحِي ، أَوْ انْضَحِي ، وَلاَ تُحصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ)). متفقٌ عَلَيْه

১৬/৫৬৪। আসমা বিন্তে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা করে) রেখো না, এরূপ করলে তোমার নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, খরচ কর, গুনে গুনে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন। আর তুমি জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি (খরচ না করে) জমা করে রাখবেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((مَثَل البَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَـيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ - أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُو أثرَهُ ، وأَمَّا البَخِيلُ ، فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إِلاَّ لَزِقَتْ كُـلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ)). متفقٌ عَلَيْه

১৭/৫৬৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুঁটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দানশীল যখন দান করে তখনই সেই বর্ম

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তার সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি (তার ফলে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে তখনই বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত হয় না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَصَدَّقَ بعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَــلُ اللهُ إلاَّ الطَّيبَ ، فَإنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِه ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْــلَ الجَبَلِ)). متفقٌ عَلَيْه

১৮/৫৬৬। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ ، اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ ، فإذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ الماءَ كُلَّهُ ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ ، فإذَا رَجُلٌ قَائمٌ فِي حَدِيقَتِه يُحَوِّلُ الماءَ بِمِسحَاتِه، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ ؟ قال : فُلانٌ للاسمِ الَّذي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبــدَ اللهِ ، لِــمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ ، يَقُولُ : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ، فَقَالَ : أمَا إذ قُلتَ هَذَا ، فَإنِّي أنْظُرُ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَأتَصَدَّقُ بِثُلُثِه ، وَآكُلُ أنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً ، وَأرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ)). رواه مسلم

১৯/৫৬৭। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা করে নিল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।" *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৬১

কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى }

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। আর সদ্বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। *(সূরা লাইল ৮- ১১)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [التغابن : ١٦]

অর্থাৎ, যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

এ বিষয়ক একাধিক হাদীস গত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। আরো কিছু নিম্নরূপ ঃ-

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَـــةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَـــاءَهُمْ وَاسْـــتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)). رواه مسلم

১/৫৬৮। জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অত্যাচার করা থেকে বাঁচ। কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাক। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল করে নিয়েছিল। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৬২

ত্যাগ ও সহমর্মিতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ }[الحشر : ٩]

অর্থাৎ, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (অপরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। *(সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } [الدهر : ٨]

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে। *(সূরা দাহার ৮ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأرسَلَ إِلَى بَعْـــضِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

نِسَائِه ، فَقَالَت : وَالَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ مَا عِنْدِي إلاَّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى ، فَقَالَتْ مِثلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ مَا عِنْدِي إلاَّ مَاءٌ . فَقَالَ النَّبِـيُّ ﷺ : ((مَـنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ ، فَقَـالَ لامْرَأَتِهِ : أَكرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وفي رواية قَالَ لامْرَأَتِه : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ : لاَ ، إلاَّ قُوتَ صِـبيَانِي . قَـالَ: فَعَلِّلِـيهِم بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأكُلُ . فَقَعَـدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : ((لَقَـدْ عَجِـبَ اللهُ مِـنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)). متفقٌ عَلَيْه

১/৫৬৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সঙ্গে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল (স্ত্রী)ই ঐ একই কথা বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই। তারপর নবী ﷺ বললেন, আজকের রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে? এক আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করব। সুতরাং তিনি তাকে সাথে করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনসারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন না, কেবলমাত্র বাচ্চাদের খাবার আছে। তিনি বললেন, কোন জিনিস দ্বারা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান (ঘরে) প্রবেশ করবে তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে দেখাবে যে আমরাও খাচ্ছি। সুতরাং তাঁরা সকলেই খাওয়ার জন্য বসে গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু'জনে উপবাসে রাত কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজনে আজকের রাতে তোমাদের মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন! *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ)) متفقٌ عَلَيْه . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ عَن جَابِرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((طَعَـامُ الوَاحِـدِ يَكْفِـي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِية)) .

২/৫৭০। উক্ত রাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একজনের খাবার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দু'জনের জন্য এবং দু'জনের খাবার চারজনের জন্য ও চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

وَعَن أَبي سَعِيد الخُدري ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَميناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)). فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رواه مسلم

৩/৫৭১। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি লোক তার একটি সওয়ারীর উপর চড়ে (আমাদের নিকট) এল এবং ডানে ও বামে তার দৃষ্টি ফিরাতে লাগল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার নিকট উদ্বৃত্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দেয়, যার নিকট কোন সওয়ারী নেই। আর যার নিকট উদ্বৃত্ত পাথেয় (খাদ্য) রয়েছে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেয় যার কোন পাথেয় নেই। এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, উদ্বৃত্ত মালে আমাদের কারো অধিকার নেই। *(মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ ، فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ فُلاَنٌ : اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا ! فَقَالَ : ((نَعَمْ)) فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي المَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ : فَقَالَ لَهُ الْقَومُ : مَا أَحْسَنْتَ ! لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحتَاجاً إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً ، فَقَالَ : إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي . قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنَهُ . رواه البخاري

৪/৫৭২। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট একটি (হাতে) বুনা চাদর নিয়ে এল। সে বলল, আপনার পরিধানের জন্য চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি। আল্লাহর রসূল ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তার চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি লুঙ্গীরূপে পরিধান করে আমাদের সামনে আসলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল, এটি আমাকে পরার জন্য দান করে দিন। এটি কত সুন্দর! তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তাই দিব।) নবী ﷺ মজলিসে (কিছুক্ষণ) বসলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করে ঐ লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, তুমি কাজটা ভাল করলে না। নবী ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছিলেন, তবুও তুমি চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কারো চাওয়া রদ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি, আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, তা আমার কাফন হবে। সাহ্‌ল বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল। *(বুখারী)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/৫৭৩। আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকেদের যখন জিহাদের পাথেয় ফুরিয়ে যায় অথবা মদীনাতে তাদের পরিবার পরিজনদের খাদ্য কমে যায়, তখন তারা তাদের নিকট যা কিছু থাকে তা সবই একটি কাপড়ে জমা করে। অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে একটি পাত্রে সমানভাবে বন্টন করে নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভুক্ত) এবং আমিও তাদের (দলভুক্ত)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৬৩

পরকালের কাজে প্রতিযোগিতা করা এবং বর্কতময় জিনিস অধিক কামনা করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} [المطففين : ٢٦]

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে (জান্নাত লাভের জন্য) প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(সূরা মুত্বাফফিফীন ২৬ আয়াত)*

وَعَن سَهْلِ بن سَعد ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِشَراب ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِه غُلاَمٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلغُلاَمِ : ((أَتَأْذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ؟)) فَقَالَ الغُلامُ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ أُوْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أحَداً . فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ في يَدِه . متفقٌ عَلَيْه

১/৫৭৪। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোন পানীয় পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। (নিয়ম হল, ডান দিকে আগে দেওয়া তাই) তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকদেরকে আগে পান করতে দিই? বালকটি বলল, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না। (সা'দ বলেন,) রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

* ঐ বালক ছিলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((بَيْنَا أَيُّوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً ، فَخَرَّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَهَب ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي في ثَوْبِه ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا أَيُّوبُ ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيتُكَ عَمَّا تَرَى ؟! قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ)). رواه البخاري

২/৫৭৫। আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একদা আইয়ূব عليه السلام উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। অতঃপর তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল পড়তে লাগল। আইয়ূব عليه السلام তা আঁজলা ভরে ভরে বস্ত্রে রাখতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তাঁর প্রতিপালক আয্যা অজাল্ল তাঁকে ডাক দিলেন, হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ তা হতে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিইনি? তিনি বললেন, অবশ্যই, তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আমি তোমার বর্কত হতে অমুখাপেক্ষী নই। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৬৪

কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য

কৃতজ্ঞ ধনী ঐ ব্যক্তি যে বৈধ পন্থায় ধনার্জন করে এবং তা বৈধ ও বিধেয় পথে ব্যয় করে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } [الليل : ٥-٧]

অর্থাৎ, সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ। *(সূরা লায়ল ৫-৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى } [الليل : ١٧-٢١]

অর্থাৎ, আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে। *(সূরা ঐ ১৭-২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [البقرة : ٢٧١]

অর্থাৎ, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ } [آل عمران : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

وعن ابن مسعود ﷺ ، عن النبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لا حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِه في الحَقّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)) متفقٌ عَلَيْه

১/৫৭৬। ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম, এটি ৫৪৯ নম্বরে গত হয়েছে।)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৭৭। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে আল্লাহ কুরআন (শিক্ষা) দিয়েছেন অতঃপর সে দিবারাত্রি তার যত্ন করে (তেলাঅত ও আমল করে) এবং (২) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর সে দিবারাত্রি তা দান করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ ، فَقَالَ : ((وَمَا ذَاكَ ؟)) فَقَالُوا : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيَعْتِقُونَ وَلاَ نَعْتِقُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟)) قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً)) فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهلُ الأَمْوالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذا لفظ رواية مسلم

৩/৫৭৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল। তিনি বললেন, তা কিভাবে? তাঁরা বললেন, তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তারা সাদকাহ করছে, আর আমরা করতে পারছি না। তারা দাস মুক্ত করছে, আর আমরা পারছি না। এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দিব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না? তাঁরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।) তিনি বললেন, প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার ক'রে 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভায়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু করে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।) আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। *(বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৬৫

মরণকে স্মরণ এবং কামনা-বাসনা কম করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }[آل عمران : ١٨٥]

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } [لقمان : ٣٤]

অর্থাৎ, কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। *(সূরা লুকমান ৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ } [النحل : ٦١]

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না। *(সূরা নাহল ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هم الْخَاسِرُونَ، وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [المنافقون : ٩-١١]

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يبْعَثُونَ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَومَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ } إِلَى قَوْله تَعَالَى : { ...كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ العَادِّينَ، قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ } [المؤمنون: ٩٩-١١٥]

অর্থাৎ, যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি। না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। সুতরাং যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। তিনি বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তিনি বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? *(সূরা মু'মিনূন ৯৯-১১৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِم الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। (হাদীস নিম্নরূপ ঃ-)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ ، فَقَالَ : ((كُنْ فِي الـدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبِيلٍ)) . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري

১/৫৭৯। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার ﷺ বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমরা সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। *(বুখারী, এটি ৪৭৫ নম্বরে গত হয়েছে।)*

وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ البخاري .

وفي رواية لمسلم : ((يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ)) قَالَ ابنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

২/৫৮০। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট অসিয়ত করার মত কোন কিছু আছে, তার জন্য দু' রাত কাটানো জায়েয নয় কিন্তু এমতবস্থায় যে, তার অসিয়ত-নামা তার নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত। *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। ইবনে উমার ﷺ বলেন আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি; কিন্তু এমতবস্থায় যে আমার অসিয়ত-নামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً ، فَقَالَ : ((هَذَا الإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ)). رواه البخاري

৩/৫৮১। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ কয়েকটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এটা হল মানুষ, (এটা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা) আর এটা হল তার মৃত্যু, সে এ অবস্থার মধ্যেই থাকে; হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (অর্থাৎ, মৃত্যু) এসে পড়ে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنِ ابنِ مَسعُود ﷺ ، قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطّاً مُرَبَّعاً ، وَخَطَّ خَطّاً فِي الوَسَطِ خَارِجاً مِنْــهُ ، وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّــذِي فِي الوَسَــطِ ، فَقَــالَ : ((هَــذَا الإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطاً بِهِ ــ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ــ وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهذِهِ الْخُطَــطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا)). رواه البخاري

৪/৫৮২। ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায় তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে। *(বুখারী)*

এর নক্সা নিম্নরূপঃ-

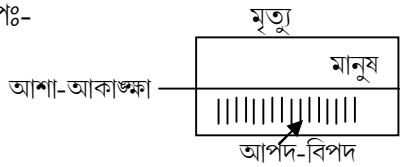

৫/৫৮৩। *(এখানে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৬৬৬নং)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّــذَّاتِ)) يَعْنِــي : المَــوْتَ . رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৬/৫৮৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ ، جَاءتِ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ)) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ : ((مَــا شِــئْتَ)) قُلْتُ : الرُّبُعَ ، قَالَ : ((مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ : فَالنِّصْفَ ؟ قَــالَ : ((مَــا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ : فالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : ((مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُــوَ خَيْــرٌ لَكَ)) قُلْتُ : أَجعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : ((إِذاً تُكْفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُــكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن))

৭/৫৮৫। উবাই ইবনে কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) এবং তার সহগামী (দ্বিতীয় ফুৎকার) চলে এসেছে এবং মৃত্যুও তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি (আমার দুআতে)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আপনার উপর দরূদ বেশি পড়ি। অতএব আমি আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দুআর) কতটা সময় নির্দিষ্ট করব? তিনি বললেন, তুমি যতটা ইচ্ছা কর। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ? তিনি ﷺ বললেন, যতটা চাও। যদি তুমি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক (সময়)? তিনি বললেন, তুমি যা চাও; যদি বেশি কর, তাহলে তা ভাল হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন তুমি যা চাও (তাই কর)। যদি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, আমি আমার (দুআর) সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব! তিনি বললেন, তাহলে তো (এ কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ৬৬

পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব এবং তার দুআ

عَن بُرَيْدَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا)). رواه مسلم . وفي رواية : ((فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ ؛ فإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ)) .

১/৫৮৬। বুরাইদাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে (পূর্বে) কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত কর। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত করতে চায়, সে যেন তা করে। কারণ তা পরকাল স্মরণ করায়।

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيعِ، فَيَقُولُ: ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَــوْمٍ مُــؤْمِنِينَ، وَأَتَــاكُمْ مَــا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ)). رواه مسلم

২/৫৮৭। আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর বাড়িতে তাঁর পালাতে রাতের শেষভাগে বাকী' (নামক মদীনার কবরস্থান) যেতেন এবং বলতেন, 'আস্সালামু আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিম মু'মিনীন অআতাকুম মা তূআদূন, গাদাম মুআজ্জালূন। অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিকূন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকীইল গারক্বাদ।'

অর্থাৎ, হে মুসলমান কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত (বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! তুমি বাক্বীউল গারক্বাদবাসীদেরকে ক্ষমা কর। *(মুসলিম)*

وَعَن بُرَيدَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : ((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسلمينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقونَ ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُــمُ العَافِيَةَ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/৫৮৮। বুরাইদা ﷺ বলেন, যখন সাহাবীগণ কবরস্থান যেতেন তখন নবী ﷺ তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা এ দুআ পড়ো,

'আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন, আসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।'

অর্থাৎ, হে মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসিগণ! যদি আল্লাহ চান তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমি আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাচ্ছি। *(মুসলিম)*

৪/৫৮৯। (এ হাদীসটি দুর্বল।)

পরিচ্ছেদ - ৬৭

কোন কষ্টের কারণে মৃত্যু-কামনা করা বৈধ নয়, দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় বৈধ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لا يَتَمَنَّ أحَدُكُمُ المَوْتَ ، إمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ)). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري .

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسلِمٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأتِيَهُ ؛ إنَّهُ إذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ، وَإنَّهُ لاَ يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إلاَّ خَيْراً)) .

১/৫৯০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে পুণ্যবান হলে সম্ভবতঃ সে পুণ্য বৃদ্ধি করবে। আর পাপী হলে (পাপ থেকে) তাওবাহ করতে পারবে। *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তা আসার পূর্বে কেউ যেন তার জন্য দুআ না করে। কারণ, সে মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মু'মিনের আয়ু কেবল মঙ্গলই বৃদ্ধি করবে।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ أصَابَهُ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيراً لِي)). متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৯১। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি কেউ এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তাহলে সে (মৃত্যু কামনা না করে দুআ করে) বলবে, হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ, আর যদি আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয়, তাহলে আমাকে মৃত্যু দাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بنِ الأرَتِّ ﷺ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا ، وَإنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إلاَّ التُّرَابَ وَلَولاَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أنْ نَدْعُوَ بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ . ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَبْنِي حَائِطاً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ رواية البخاري

৩/৫৯২। কাইস ইবনে আবী হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা অসুস্থ খাব্বাব বিন আরাত্ ﷺ-কে দেখা করতে গেলাম। সে সময় তিনি (তাঁর দেহে চিকিৎসার জন্য) সাতবার দেগেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের সাথীরা যাঁরা (পূর্বেই) মারা গেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া তাদের আমলের সওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি। আর আমরা এমন (সম্পদ) লাভ করেছি যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী ﷺ আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে (রোগ-যন্ত্রণার কারণে) আমি মৃত্যুর জন্য দুআ করতাম। (কাইস বলেন,) অতঃপর আমরা অন্য এক সময় তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর (বাড়ির) দেওয়াল তৈরী করছিলেন। তিনি বললেন, মুসলিম ব্যক্তিকে তার সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ মাটিতে ব্যয়কৃত জিনিস ব্যতীত। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৬৮

হারাম বস্তুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন এবং সন্দিহান বস্তু পরিহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ } [النور : ١٥]

অর্থাৎ, তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয় । *(সূরা নূর ১৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৪)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ)) متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫৯৩। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ। শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল অন্তর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعن أنسٍ ﷺ : أنَّ النبيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : ((لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْتُهَا)). متفقٌ عَلَيْه

২/৫৯৪। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ পথে একটি খেজুর পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যদি আমার এর সাদকাহ হওয়ার আশঙ্কা না হত, তাহলে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((البِرُّ : حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْه النَّاسُ)). رواه مسلم

৩/৫৯৫। নাওয়াস ইবনে সামআন ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পুণ্যবত্তা হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক একথা তুমি অপছন্দ কর। *(মুসলিম)*

وَعَن وَابِصَةَ بنِ مَعبَدٍ ﷺ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((جئتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ : ((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البِرُّ : مَا اطْمَأَنَّت إِلَيْه النَّفسُ ، وَاطْمأَنَّ إِلَيْه القَلْبُ ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكَ)) حديث حسن ، رواه أحمد والدَّارميُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا

৪/৫৯৬। ওয়াবেস্বাহ ইবনে মা'বাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি পুণ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য হল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হল তা, যা মনে খট্‌কা সৃষ্টি করে এবং অন্তরে সন্দিহান হয়। যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে। *(আহমাদ, দারেমী)*

وَعَن أَبِي سِرْوَعَةَ عُقبَةَ بنِ الحارِثِ ﷺ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأَبِي إِهَابِ بنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا . فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بالمَدِينَة ، فَسَأَلَهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَيْفَ ؟ وَقَد قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ . رواه البخاري

৫/৫৯৭। আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেষ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, আমি উক্ববাহকে এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি। উক্ববাহ তাকে বললেন, তুমি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা তো আমি জানি না আর তুমি আমাকে তার খবরও দাওনি। অতঃপর উক্ববাহ (সওয়ারীর উপর) সওয়ার হয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট মদীনায়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সব বৃত্তান্ত শুনে) বললেন, যখন এ কথা বলা হয়েছে তখন তুমি কি করে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখবে? সুতরাং উক্ববাহ ﷺ তাকে ত্যাগ করলেন এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করল। *(বুখারী)*

وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ)). رواه الترمذي ، وقال : ((حديث حسن صحيح))

৬/৫৯৮। আলীর পুত্র হাসান ﷺ বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (এ হাদীস) স্মরণ রেখেছি, তা বর্জন কর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। *(তিরমিযী, সহীহ)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ لأبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيءٍ ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ : تَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بكر : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ ، إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقِيَنِي ، فَأَعْطَانِي لِذَلِكَ ، هَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ . رواه البخاري

৭/৫৯৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ-এর একজন ক্রীতদাস ছিল, যে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ধার্যকৃত কর আদায় করত। আর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন। (অবশ্য প্রত্যহ সে অর্থ হালাল কি না, তা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।) একদিনের ঘটনা, ঐ ক্রীতদাস কোন একটা জিনিস এনে তাঁর খিদমতে হাজির করল। আর তিনি (সেদিন ভুলে কিছু জিজ্ঞাসা না করে) তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললেন। দাসটি বলল, আপনি কি জানেন, এটা কি জিনিস (যা আপনি ভক্ষণ করলেন)? আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, তা কি? দাসটি বলল, আমি জাহেলী যুগে একজন মানুষের ভাগ্য গণনা করেছিলাম। অথচ আমার ভাগ্য গণনা করার মত ভাল জ্ঞান ছিল না। আসলে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে (পারিশ্রমিক স্বরূপ) এই জিনিস দিলো, যা আপনি ভক্ষণ করলেন। এ কথা শুনে আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ নিজের হাত তাঁর মুখের ভিতরে প্রবেশ করালেন এবং পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি করে বের করে দিলেন। *(বুখারী)*

وَعَن نَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ الآفٍ وَفَرَضَ لابْنِهِ ثَلاَثَةَ آلافٍ وَخَمْسَمِئَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ . يَقُولُ : لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ . رواه البخاري

৮/৬০০। নাফে' থেকে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে ভাতা নির্দিষ্ট করলেন এবং তাঁর ছেলে (আব্দুল্লাহর) জন্য সাড়ে তিন হাজার নির্দিষ্ট করলেন। তাঁকে বলা হল যে, তিনিও তো মুহাজিরদের একজন; অতএব আপনি তাঁর ভাতা কম করলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছে। উমার ﷺ বলতেন, সে তার মত নয়, যে একাকী হিজরত করেছে। *(বুখারী)*

৯/৬০১। (এখানে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ নয়।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com